NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ ফের বেপাত্তা নির্মল ঘোষকে কড়া বার্তা মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের

স্কুলেই আর্থিক শিক্ষার পাঠ দরকার, সম্মেলনে জোর সুকান্ত মজুমদারের ৩

কলকাতা ১৩ জুলাই ২০২৬ ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.07.2026, Vol. 20 Issue No. 33, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

গতকালের ফলাফল

আর্জেন্টিনা-৩ সুইজারল্যান্ড-১

গণপিটুনিতে ধৃত আরও ২, বারুইপুরের তদন্তে বদল আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুর-কাণ্ডে ধর্ষণ ও খুনে যুক্ত থাকা সন্দেহে 'নির্দোষ' ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও দু'জনকে। গণপিটুনি-কাণ্ডে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে। পরে শুক্রবার আরও তিন জন আর শনিবার আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত সাতজন হল- ফারুক সরদার,রাজেশ সরদার, শরিফুল মল্লিক, সাবিউদ্দিন বৈদ্য, ফরিদ শেখ, আবু সিদ্দিক সরদার এবং শামিম আলি খান। শামিম আলি খানকে ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির ওসি তুহিন মণ্ডল উওর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর এলাকা থেকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করেন। ধৃত সাত জনকেই ২০ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বারুইপুর মহকুমা আদালতের বিচারক। পুলিশ সূত্রে খবর, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শামিমকে। **প্রকাশিত ফুটেজের একটি অংশে দেখা গিয়েছে, অভিযুক্ত শামিম রক্তাক্ত ইন্দ্রজিৎকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।**

এর পাশাপাশি বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ফের বদল করা হল তদন্তকারী আধিকারিককে। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জয়ন্ত পোদ্দারকে সরিয়ে এবার এই কেসের দায়িত্ব গেল ডিএসপি ও ডিইবি শান্তনু মুখোপাধ্যায়ের হাতে। অর্থাৎ, বারুইপুরের ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই দুই তদন্তকারী আধিকারিককে বদল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবার বারুইপুরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। আরও একবার আশ্বাস দিয়ে আসেন সঠিক বিচারের। এরপর তিনি পৌঁছে যান গণপিটুনিতে মৃত ব্যক্তির বাড়িও। সেখানে মৃতের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের এক সদস্যকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। সেখান থেকে ফিরে এসে বারুইপুর পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন করেন শুভেন্দু। তারপর প্রশাসনিক বৈঠক করেন। এরপরই দেখা যায় বদলে ফেলা হয়েছে তদন্তকারী আধিকারিককে।

একদম প্রথমে যখন নিখোঁজ ডায়রি করা হয়েছিল নাবালিকার পরিবারের তরফে, তখন প্রাথমিক তদন্তকারী অফিসার ছিলেন দিগন্ত মণ্ডল। এরপর ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। সেই সময় দিগন্তকে সরিয়ে তদন্তের ভার পড়ে জয়ন্ত পোদ্দারের ওপর। তবে সূত্রের খবর, তদন্তের গতি-প্রকৃতিকে আরও বাড়াতে এবার ভার গেল বারুইপুর জেলা পুলিশের ডিএসপি ও ডিইবি শান্তনু মুখোপাধ্যায়ের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, মামলার জটিলতা, বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে, তদন্তে যাতে কোনও ফাঁক না থাকে তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। এদিকে, রবিবার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে সূর্যপুর এলাকায় সিসিটিভি লাগানোর কাজ শুরু হয় নজরদারি বাড়ানোর জন্য।

জাদু কি ঝাপ্পি। লিওনেল মেসির আলিঙ্গনে ত্রাতা জুলিয়ান আলভারেজ।

আলভারেজ জাদুতে স্বপ্ন বেঁচে মেসিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন : আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ অভিযান যেন নাটকীয়তার আর এক নাম। নকআউট পর্বে ওঠার পর থেকে প্রতিটি ম্যাচেই লিওনেল মেসিদের পথ সহজ ছিল না। কখনও প্রতিপক্ষের প্রবল প্রতিরোধ, কখনও নিজেদের ক্লান্তি; সব বাধা পেরিয়েই এগোতে হয়েছে তাদের। সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে কঠিন মুহূর্তে আবার জ্বলে উঠলেন লিও মেসি ও তাঁর সতীর্থরা। জুলিয়ান আলভারেজের দুর্দান্ত গোল এবং গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের অসাধারণ সেভের সুবাদে শেষ পর্যন্ত জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল আর্জেন্টিনা। এবার শেষ চারের লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।

ম্যাচের শুরু থেকেই আর্জেন্টিনা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। প্রথম কয়েক মিনিটেই বোঝা যাচ্ছিল, দ্রুত গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায় স্কালোনির দল। সেই লক্ষ্য পূরণও হয়। একটি কর্নার থেকে মেসির নিখুঁত ক্রস খুঁজে নেয় অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের মাথা। তাঁর জোরালো হেডে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। এই অ্যাসিস্টের মাধ্যমে বিশ্বকাপ ইতিহাসে নিজের অ্যাসিস্টের সংখ্যা দশে পৌঁছে দেন মেসি, পেছনে ফেলেন দিয়েগো মারাদোনাকেও। গোলের পর অবশ্য ম্যাচের চিত্র বদলে যায়। আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। সুইৎজারল্যান্ড ধীরে ধীরে বলের দখল বাড়িয়ে আক্রমণে ওঠে। তাদের দ্রুত পাসিং ও ডান প্রান্তের আক্রমণ আর্জেন্টিনার রক্ষণকে বারবার চাপে ফেলে। প্রথমার্ধেই কয়েকটি বিপজ্জনক সুযোগ তৈরি করে সুইসরা। কিন্তু প্রতিবারই প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। বিশেষ করে বিরতির ঠিক আগে একান্ত সুযোগ থেকে প্রতিপক্ষকে বঞ্চিত করে তিনি দলের ভরসা হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ার্ধেও একই চিত্র দেখা যায়। আর্জেন্টিনা বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখলেও কাঙ্ক্ষিত ছন্দ খুঁজে পাচ্ছিল না। অন্য দিকে সুইৎজারল্যান্ড ধৈর্য ধরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের সেই চেষ্টা সফল হয় এবং ম্যাচে সমতা ফেরে। ফলে নির্ধারিত সময় শেষে দুই দলকে অতিরিক্ত সময়ে খেলতে হয়। অতিরিক্ত সময়েও সুইসদের রক্ষণভাগ ছিল দুর্ভেদ্য। আর্জেন্টিনার আক্রমণ বারবার আটকে যাচ্ছিল। একসময় মনে হচ্ছিল, ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হবে টাইব্রেকারে। ঠিক সেই মুহূর্তে জুলিয়ান আলভারেজের বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ শট জালে জড়িয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় ম্যাচের মোড়।

দু'মাসেই বাংলায় শিল্পে নতুন গতি আনার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিনিয়োগের প্রশ্নে নতুন বার্তা উঠে এল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ নেওয়ার দু'মাসের মধ্যেই। এই সময়ের মধ্যেই দেশের কয়েকটি শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের শিল্পের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা অনেকটাই সামনের দিকে গেছে বলেই শিল্পমহলের অভিমত। তা সে উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা হোক না কেন, রাজ্যে একাধিক ক্ষেত্রে বড় বিনিয়োগের উদ্যোগ সামনে আসছে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রকল্প ইতিমধ্যেই বাস্তবায়নের পথে এগোতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শিল্পপতিদের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে তাঁদের আগ্রহ রয়েছে। এই উদ্যোগগুলি বাস্তবায়িত হলে কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে, তেমনই রাজ্যের অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে।' রাজ্যে শিল্পায়নের গতি বাড়ানো এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরিকে অগ্রাধিকার দিয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়ও। তাঁর দাবি, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে নতুন জমি নীতি, শিল্পের জন্য উপযুক্ত জমি চিহ্নিতকরণ এবং আইনশৃঙ্খলা জোরদারের মতো একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

শিল্পক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে বাঁকুড়ায়। সেখানে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে শ্যাম স্টিল। হাওড়ার সাঁকরাইলে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে আমুলের বৃহৎ দই উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির উদ্যোগও সামনে এসেছে। এদিকে ডানকুনিতে ইতিমধ্যেই লাক্স কোজির নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। প্রায় ৬০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের ভূমিপুজো ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, ফলে এটি বাস্তবায়নের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। পাশাপাশি প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও বড় সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। জাপানের মিতসুবিশি পশ্চিমবঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর কারখানা স্থাপনে আগ্রহ দেখিয়েছে। পাশাপাশি, নিউটাউনে দেশের অন্যতম বৃহৎ ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও বড় বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। নিউটাউনে ২,০০০ শয্যার আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে আদানি গোষ্ঠী।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে না পারলে মেধাবী তরুণ-তরুণীদের ভিনরাজ্যে চলে যাওয়া আটকানো যাবে না। বাংলার যুবকদের রাজ্যেই কাজের সুযোগ তৈরি করতে আমরা বদ্ধপরিকর। গুন্ডাদমন আইন চালু হলে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য কমবে এবং শিল্পপতিরা আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিনিয়োগ করতে পারবেন।
— তাপস রায়
শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী

তবে অধিকাংশ প্রকল্পই এখনও বিভিন্ন স্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। কোন প্রকল্প কবে উৎপাদন শুরু করবে, কত কর্মসংস্থান হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন কবে মিলবে, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও বাকি। তা সত্ত্বেও, শিল্প বিনিয়োগের এই ধারাবাহিক ঘোষণাগুলি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

রবিবার এক অনুষ্ঠানে তাপস রায় বলেন, 'আগের সরকার আমাদের জন্য কিছুই রেখে যায়নি। সঠিক জমি নীতি, ল্যান্ড ব্যাঙ্ক বা কার্যকর শিল্পনীতি কোনওটাই ছিল না। উলটে শিল্পের জন্য দেওয়া প্রণোদনাও তুলে দেওয়া হয়েছিল।' তাঁর আরও অভিযোগ, এই পরিস্থিতির ফলে বহু শিল্পপতি রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যান এবং বাংলায় ব্যবসার পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিন মন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা। তাঁর কথায়, 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে না পারলে মেধাবী তরুণ-তরুণীদের ভিনরাজ্যে চলে যাওয়া আটকানো যাবে না। বাংলার যুবকদের রাজ্যেই কাজের সুযোগ তৈরি করতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

তিনি আরও জানান, শিল্প স্থাপনের জন্য কোথায় অব্যবহৃত জমি রয়েছে, তা খুঁজে বের করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পাশাপাশি নতুন জমি নীতির খসড়াও প্রস্তুত। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়া শেষ হলেই সেটি ঘোষণা করা হবে। একই সঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) গড়ে তোলার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। তাপস রায়ের মতে, শুধু জমি বা নীতিই নয়, বিনিয়োগ টানতে নিরাপদ পরিবেশও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সেবাশ্রয়ে চিকিৎসার ভুলে পা বাদ যাওয়ার অভিযোগ

অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে মালতী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবীন্দ্রনগর থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর দায়ের করলেন মালতী বিশ্বাস নামে এক মহিলা। তাঁর অভিযোগ, তিনি সেবাশ্রয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে। আর সেখানে ভুল চিকিৎসার কারণে তাঁর পা বাদ গিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, এব্যাপারে বারবার অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হয়নি। তিনি জানান, পায়ের ব্যথায় সেবাশ্রয়ে দেখাতে গেলে প্রথমে তাঁকে ওষুধ খেতে বলা হয়েছিল। ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মাস ওষুধ খেয়েও কোনও লাভ হয়নি। ওষুধ খেয়েও ব্যথা না কমায় তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয় সরকারি হাসপাতালে যাওয়ার। এর পর ন্যাশনাল মেডিক্যালে অস্ত্রোপচার করে বাদ যায় তাঁর ডান পা। অভিযোগকারিণী মালতী বিশ্বাসের ছেলে জানান, 'আমার মা সুস্থ-সবল মানুষ ছিলেন। হাঁটুতে যন্ত্রণা ছিল। সেই যন্ত্রণা দূর করতে গিয়ে সেবাশ্রয়ের ভুল ক্যাম্পে, ভুল ডাক্তারদের চিকিৎসায়, ভুল ওষুধ খাওয়ার ফলে মাকে আজ সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেতে হল।' এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এফআইআর দায়েরের পাশাপাশি মালতী বিশ্বাসের পরিবারকে সোমবার বেলা ১১টায় ডেকে পাঠানো হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। সঙ্গে

সমস্ত নথিপত্র নিয়ে আসার জন্যও বলা হয় মালতী বিশ্বাসের পরিবারকে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরে স্বাস্থ্য ভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় স্বয়ং।

এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস বলেন, 'এই অমানবিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মালতীকে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ভবনে তলব করা হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বয়ং ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মালতীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার সমস্ত বিবরণ জেনেছেন।' তাঁর দাবি, ফোনে কথা বলার পরই সোমবার স্বাস্থ্য ভবনে উপস্থিত থাকার জন্য মালতীকে ডাকেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। অভিযোগ অনুযায়ী, ভুল চিকিৎসার শিকার হয়ে মালতী তাঁর ডান পা হারিয়েছেন। যে চিকিৎসার ফলে একজন সুস্থ মানুষকে আজীবন পঙ্গু হয়ে বাঁচতে হচ্ছে, সেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে রাজ্য সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও দাবি অভিজিতের। তাঁর বক্তব্য, নিরপেক্ষ ও বিস্তারিত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি তাঁর দাবি, আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার দায়িত্ব নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

অন্য দিকে, দক্ষিণ কলকাতা জেলা (কালীঘাট) তৃণমূলের সভাপতি আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'পুরোপুরি না-জেনে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়। আমরা যা কিছু জেনেছি, তা সংবাদমাধ্যম থেকে। তবে ওই মহিলা শুধু সেবাশ্রয়ে চিকিৎসা করিয়েই পঙ্গু হয়েছেন কি না, এই বিষয়টি আগে জানা দরকার। তা হলেই এ বিষয়ে কোনও স্পষ্ট মন্তব্য করা যাবে।'

প্রসঙ্গত, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে 'সেবাশ্রয়' স্বাস্থ্য শিবিরকে ঘিরে মোট ১৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ অভিযোগই চিকিৎসায় গাফিলতি, ভুল চিকিৎসা এবং রোগীর শারীরিক ক্ষতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

'তৃণমূলের নামে কেউ নির্দেশ দিতে পারবে না'

আদালতের রায় নিয়ে দাবি ঋতব্রত শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে ঋতব্রত-তৃণমূল শিবির দাবি করল, দলের সাংগঠনিক নেতৃত্ব নিয়ে আইনি জটিলতায় আদালত তাদের পক্ষকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২২ জুন অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশন এবং সেই বৈঠকে গঠিত জাতীয় কর্মসমিতিকেই আদালত বৈধ বলে মেনে নিয়েছে। তিনি বলেন, 'আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটিই দলের একমাত্র বৈধ কর্তৃপক্ষ। তাই তৃণমূলের নাম ব্যবহার করে অন্য কেউ পদাধিকারী দাবি করতে বা কোনও নির্দেশ জারি করতে পারবেন না।' ঋতব্রতের বক্তব্য, আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে যে, দলের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ, নতুন পদে নিয়োগ, দলীয় তহবিল, নথি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা সম্পত্তির উপর অন্য কোনও গোষ্ঠীর অধিকার নেই। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন বা অন্য কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দলের নামে যোগাযোগ করার অধিকারও কেবল স্বীকৃত নেতৃত্বের হাতেই থাকবে। ঋতব্রত আরও বলেন, 'দলের নামে গায়ের জোর দেখানোর রাজনীতি আর চলবে না। আদালতের রায়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।'

ঋতব্রত জানান, এই মামলার সূত্রপাত হয়েছিল কয়েকজন সাধারণ কর্মীর আবেদনের ভিত্তিতে। তাঁদের অভিযোগ ছিল, দলের নাম ব্যবহার

করে কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই প্রেক্ষিতেই আদালতের দ্বারস্থ হওয়া হয়। ঋতব্রত শিবিরের দাবি, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতার তৃণমূল ভবন-সহ রাজ্যের অন্য কোনও দলীয় কার্যালয় জোর করে দখলের চেষ্টা আইনবিরোধী বলে বিবেচিত হবে। এমন কোনও ঘটনা ঘটলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও ঋতব্রত বলেন, 'রায়ের কপি ইতিমধ্যেই আমাদের হাতে এসেছে। আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে। দলের সাংগঠনিক কাজও আদালতের নির্দেশ মেনেই এগোবে।' এই দাবির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট, তৃণমূলের সাংগঠনিক নেতৃত্ব নিয়ে চলা বিরোধ এখন রাজনৈতিক পরিসরের পাশাপাশি আইনি লড়াইয়েরও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সাইপ্রাসের জাহাজে ইরানের হামলার নিন্দা ভারতের

নয়াদিল্লি ও তেহরান, ১২ জুলাই: ক্রমেই জটিল হচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি। ইরানে হামলা চালাচ্ছে আমেরিকা, পালটা হামলা চালাচ্ছে ইরানও। ইরান আবারও হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘর্ষের পারদ চড়ছে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ ঘোষণা করতেই রবিবার সতর্কতামূলক গোলাবর্ষণ করে ইরান। ওমান উপকূলের কাছে সাইপ্রাসের পতাকাবাহী বাণিজ্যিক কন্টেনার জাহাজ জিএফএস গ্যালাক্সিতে ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক জাহাজে ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পশ্চিম এশিয়ার জলসীমায় নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিত করতে অবিলম্বে উত্তেজনা প্রশমিত করা এবং কূটনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্র। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, হামলার সময় জাহাজটিতে ১১ জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হলেও এখনও একজন ভারতীয় নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন।

নিখোঁজ এক ভারতীয়

ওমান উপকূলের কাছে সাইপ্রাসের পতাকাবাহী বাণিজ্যিক কন্টেনার জাহাজ জিএফএস গ্যালাক্সিতে ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক জাহাজে ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পশ্চিম এশিয়ার জলসীমায় নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিত করতে অবিলম্বে উত্তেজনা প্রশমিত করা এবং কূটনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্র।

রবিবার প্রকাশিত বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ জিএফএস গ্যালাক্সির উপর হামলার ঘটনাকে ভারত কঠোর ভাষায় নিন্দা করছে। ওমানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে এবং চলমান অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে ওমান প্রশাসনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সমন্বয় করছে। সহযোগিতার জন্য ওমান সরকারকে ধন্যবাদও জানানো হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজের উপর বারবার হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে উত্তেজনা হ্রাস, আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক সমাধান এবং পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে ভারত। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বাণিজ্যিক জাহাজ এবং অসামরিক পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে হামলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন মেনে আন্তর্জাতিক জলপথে নির্বিঘ্ন নৌ-চলাচল ও বাণিজ্য যত দ্রুত সম্ভব পুনরুদ্ধার করার আহ্বানও জানিয়েছে ভারত।

আগামী রবিতে সর্বদলীয় বৈঠক

■ আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে সংসদের বাদল অধিবেশন। চলবে অগস্টের ১৩ তারিখ পর্যন্ত। সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার একদিন আগে, ১৯ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল সরকার। ওই দিন বেলা এগারোটা নাগাদ সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই অধিবেশনে জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়গুলোর ওপর অর্থবহ বিতর্ক, আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 3679 নং এফিডেভিট বলে আমি, Nasiruddin Sekh S/o. Late Noor Mouhammad Sekh, সাকিম গাজীপুর, মানিয়া, হরিপাল, হুগলী, ঘোষণা করিতেছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. Singur-II/709/05 dated 27.10.2005, D.O.B. 23.10.2005) আমার/ পুত্রের পিতার সঠিক নাম Nasiruddin Sekh-এর পরিবর্তে Sk. Nasir Uddin, আমার স্ত্রী/ পুত্রের মাতার সঠিক নাম Sabina Sekh-এর পরিবর্তে Sabina Begam এবং আমার পুত্রের সঠিক নাম Nurtaz Sekh-এর পরিবর্তে Sk. Nurtaz Uddin লিপিবদ্ধ আছে, যাহা ওই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া সঠিক নামগুলো করিতে চাই। আমি Nasiruddin Sekh ও Sk. Nasir Uddin, আমার স্ত্রী Sabina Sekh ও Sabina Begam এবং আমার পুত্র Nurtaz Sekh ও Sk. Nurtaz Uddin উভয়ই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

গত 07/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 5839 নং এফিডেভিট বলে আমি, Yasin Ali Sekh S/o. Sabur Ali Sekh, সাকিম জনুবাটী ভগবতীপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, ঘোষণা করিতেছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. 500, dated 26.12.2005, D.O.B. 23.10.2005) আমার/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Yasin Ali Sekh-এর পরিবর্তে Iyasin Ali, আমার স্ত্রী/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Rahima Begam-এর পরিবর্তে Rohima Begam এবং আমার কন্যার সঠিক নাম Jannat Yasmin-এর পরিবর্তে Yeasmin Khatun লিপিবদ্ধ আছে, যাহা ওই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া সঠিক নামগুলো করিতে চাই। আমি Yasin Ali Sekh ও Iyasin Ali, আমার স্ত্রী Rahima Begam ও Rohima Begam এবং আমার কন্যা Jannat Yasmin ও Yeasmin Khatun উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

AFFIDAVIT

I, SRI SANJIB MONDAL S/O Sri Krishna Mohan Mondal residing at Vill. -Mahadevbati, P.O. Mahadevbati, P.S. - Kandi, Dist. Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit no. 1135 dated 15.06. 2026 in the Court of 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata that my actual name is **SANJIB MONDAL** and it is recorded in my Madhyamik Admit Card of WBBSE vide Roll. 800841N No. 0184, Registration No. 7241-174784 but in my Aadhaar Card, my name is wrongly recorded as **Sandeep Mondal. SANJIB MONDAL** and **Sandeep Mondal** is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Sanket Kumar Jha S/O Binodanand Jha resident of 3/50/1, East Mall Road, Block - II, Flat - 4D, Mall Road, Baguiati, Kolkata - 700080 do hereby declare vide affidavit no. 15272 dated 28.07. 2025 in the Court of the 1st Class Judicial Magistrate, Alipore that my correct name is **Sanket Kumar Jha** and my father's name is **Binodanand Jha** and it is recorded in my Passport, Aadhaar and PAN Card but in my driving licence no. WB-23200988896 and Voter ID No. TTP0425389, the names have been mentioned incorrectly i.e. **Sanket Jha and Vinodanand Jha** respectively. **Sanket Kumar Jha** and **Sanket Jha** i.e. myself am the same and one identical person. **Binodanand Jha** and **Vinodanand Jha** i.e. myself father is the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি তীর্থ ঘোষ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক পাশবুকে আমার নাম Tirth Ghosh আছে। ১৬-০৬-২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Tirtha Ghosh, Tirth Ghosh Tirtho Ghosh ও Tirth Ghosh সকলে একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম ও পোষ্ট- বাহাদুরপুর ধুবুলিয়া নদীয়া।

CHANGE OF NAME

I, **Azizul Mir**, son of Late Abdul Hamid Mir, residing at Vill.-Jagannathpur Molla Para, P.O.-Ramkrishna Pally, P.S.- Sonarpur, Dist. South 24 Parganas, Kolkata-700150, do hereby declare that my daughter's actual name is **Sanjida Mir**. Her correct name is recorded in her Birth Certificate bearing Regd. no. WBBRN2015/20007/1/292, dated 23/07/2015. Due to inadvertence, her name has been incorrectly recorded as **Sangda Mir** in her Aadhaar card bearing no. 9627 9823 2857. I affirm that **Sanjida Mir** and **Sangda Mir** are the names of the same and one identical person. This declaration is supported by an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Sealdah, on 10/02/2026.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ই জুলাই, সোম বার, চতুর্দশী তিথি। ২৮শে আষাঢ়। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী রবি ও বিংশোত্তরী মঙ্গল, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশীর কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গং গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং খয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি,খুব সতর্কতার সাথে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের সাথে না যাওয়া শুভ। স্বল্প পরিচিত হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভৃত সম্ভাবনা। চলাচলনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে পরিবারে। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। পরিবারের গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : গৌর বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। যার সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : গুপ্ত শত্রু।পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রু। আর্থিক সহযোগিতা আজ নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা। বিশেষত দুপুর বেলা রাস্তা কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : কৃষ্ণ বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দূ একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(আজ গোর্খা কবি ভানুভক্ত আচার্য্য র শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে একদিন বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী প্রকাশ কুমার চৌধুরী**, বাসিন্দা **২৩, ভগবান গাঙ্গুলি লেন, হাওড়া- ৭১১১০১, মিউটেশন কেস নং MN/2026/0515/1202** -এর মাধ্যমে **৩৬, ভগবান গাঙ্গুলি লেন, হাওড়া- ৭১১১০১**, অবস্থিত আনুমানিক **১ কাঠা ৭ ছটাক ৩০ বর্গফুট** পরিমাপের সম্পত্তি, গিফট ডিড নং I-6250/12 অনুসারে নিজের নামে নামজারি (Mutation) করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্ত গিফট ডিডের দাতাগণ হলেন **শ্রী রমেশ কুমার বাজোরিয়া ও অন্যান্যগণ।**

উক্ত নামজারির আবেদনটি জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নং ০০১০৫/১১, যা হাওড়া **এ.ডি.এস.আর (ADSR)** অফিসে **বুক-IV**-এ নিবন্ধিত, তাহার ভিত্তিতে করা হইয়াছে। উক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দ্বারা **শ্রী রমেশ কুমার বাজোরিয়া ও অন্যান্যগণ** তাহাদের ভ্রাতা **শ্রী শশী কুমার বাজোরিয়া**, পিতা স্বর্গীয় সাওয়ার মল্ল বাজোরিয়া, কে হাওড়া **শিট নং ২৭, এল.আর. দাগ নং ১২১, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৬**-ভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে আইনানুগ প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

উক্ত নামজারি প্রসঙ্গে যদি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কোনো আপত্তি, দাবি বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বক্তব্য থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে **৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে টাউন সার্ভে ইউনিট, হাওড়া,** ঠিকানা **৩, কার্তিক দত্ত রোড, হাওড়া-৭১১১০১**-এ উপস্থিত হইয়া লিখিতভাবে তাহা দাখিল করিতে হইবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি প্রাপ্ত না হইলে, নামজারির কার্যক্রম আইনানুগভাবে অগ্রসর হইবে এবং পরবর্তীকালে কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

Date : 07.07.2026 স্বাক্ষরিত
Md. Atique Farhad
অ্যাডভোকেট
Judges' Court, Howrah
Mobile : 9830156275

In the Court of Ld. District Delegate Cum Civil Judge (Jr. Div.) Haldia
J. Misc. (Succession) 15 /2024
বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমত্যা সুতপা ভৌমিক মন্ডল, দিং ………… দরখাস্তকারী -VS- NIL

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, সুতাহাটা থানার অন্তর্গত সাং- গোবিন্দপুর, পোঃ-গোবিন্দপুর+বাজিৎপুর, থানা- সুতাহাটা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, এর অধিবাসী **কৃষ্ণ প্রসাদ মন্ডল,** পিতা- বিনয় কুমার মন্ডল, গত ইং ২৬-০৬-২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

দরখাস্তকারীগন উক্ত মৃত **কৃষ্ণ প্রসাদ মন্ডল**-এর গচ্ছিত **৬৯,৮৮৮ টাকা (উনসত্তর হাজার আট শত আটাশি টাকা) সুদ সহ** পাওনা বাবদ হলদিয়া কোর্ট-এ Succession Certificate পাইবার আবেদন করিয়াছেন। এবিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা আইনজীবী মারফত অত্র আদালতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অদ্য ইং ২৫/০৬/২৬ তারিখ আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া হইল।

অনুমত্যানুসারে
শ্রী দিব্যেন্দু মন্ডল, সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হলদিয়া আদালত,25/6/26.

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল, **Smt. Anusree Barma** W/o. Dr. Prabir Bag, R/o. 133, Khagrajole Road, Chinsurah, Hooghly-712101, মহাশয়া বিগত ইং 16/11/2011 তারিখে A.D.S.R., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-05424/ 2011** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **1)Sri Prodosh Sengupta** S/o. Sri Tapas Kumar Sengupta, **2)Smt. Pratima Sengupta** W/o. Sri Tapas Kumar Sengupta ও **3)Sri Tapas Kumar Sengupta** S/o. Late Nirmal Chandra Sengupta all R/o. Mission Param Panchudanga, Adra, Purulia-732121, মহাশয়/ মহাশয়ার নিকট হইতে সম্পত্তি খরিদ করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তির মাদার/চেন অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা দলিলটি যাহা বিগত ইং ০৩.০৫.২০০৮ তারিখে এ.আর.এ. -III, কোলকাতা অফিস হইতে **00558/ 2008** নং রেজিস্ট্রিকৃত তাহা ০৩/০১/২০২৬ তারিখে কোচবিহার জজ আদালত প্রাঙ্গন হইতে হারাইয়া গিয়াছে। এই মর্মে স্থানীয় **কোচবিহার কোতওয়ালী থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহার **জি.ডি.ই নং ৪৮৮ তারিখ ০৯/০১/ ২০২৬**। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিলটি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলটি দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

Reshma Sultana, Advocate
Judges' Court, Hooghly at Chinsurah.

মেচেদায় বিজেপি তমলুক সাংগঠনিক জেলা জন-প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র, নাকি 'নরক গুলজার'?

রাস্তাজুড়ে পরিত্যক্ত কেবল, জঞ্জালের পাহাড়, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলির ব্যর্থতায় ভুগছে মানুষ

দেবাশিস দে

আমতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র আমতলা। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত, শত শত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, অসংখ্য বাস ও পণ্যবাহী গাড়ির আনাগোনা। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ন্যূনতম নাগরিক পরিকাঠামোরও চরম অভাব। রাস্তার ধারে স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত কেবিলের তার, আবর্জনার পাহাড়, খোলা নর্দমা, ভাঙা ড্রেন এবং দখল হয়ে যাওয়া ফুটপাত। স্থানীয়দের কথায়, এ যেন একটি পরিচালকহীন শহর; যেখানে নেই শৃঙ্খলা, নেই পরিকল্পনা, নেই জবাবদিহি।

বর্ষা এলেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা কাদাময় হয়ে পড়ে, জল জমে থাকে দিনের পর দিন। কোথাও খোলা নর্দমা, কোথাও আবার আবর্জনায় বন্ধ হয়ে থাকা জলনিকাশি ব্যবস্থা। পথচারীদের অভিযোগ, প্রতিদিন দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়েই চলাচল করতে হয়। ছবিতে ধরা পড়েছে রাস্তার ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কেবিলের বান্ডিল, প্লাস্টিক, পচা আবর্জনা ও নোংরা জল; যা শুধু সৌন্দর্য নষ্ট করছে না, জনস্বাস্থ্যের পক্ষেও মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে।

বিশেষ উদ্বেগের বিষয়, আমতলার উপর দিয়ে একাধিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কেবিল লাইন গিয়েছে। ডিজিটাল পরিষেবার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কেবিল ব্যবসাও দ্রুত বেড়েছে। কিন্তু পুরনো বা অকেজো কেবিল অপসারণের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার ধারে জমে থাকছে পরিত্যক্ত তারের স্তূপ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই তারের জঞ্জাল শুধু পরিবেশ দূষণই নয়, দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বাড়াচ্ছে। এক পথচারী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমতলায় হাঁটতেই ভয় লাগে। ফুটপাত দখল হয়ে গেছে, তার উপর রাস্তার ধারে কেবিলের জট, আবর্জনার স্তূপ আর জল জমে থাকে। মনে হয় যেন কেউ এই এলাকার দায়িত্বই নিতে চায় না।

শুধু জঞ্জাল নয়, আমতলা ও সংলগ্ন প্রায় দশটি মৌজায় জলনিকাশির সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব দীর্ঘদিনের সমস্যা। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, খাল-বিল ও পুকুর ভরাট করে লাগামছাড়া নির্মাণের ফলে প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

কন্যানগর মৌজার বাসিন্দা মধু বসাক বলেন, এই সমস্যা নতুন নয়। আমতলা ও আশপাশের এলাকা বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকায় সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। সবকটি এখন তৃণমূলের দখলে। একটি পঞ্চায়েতের সমস্যা অন্য এলাকার মানুষকে ভোগ করতে হয়। স্থায়ী সমাধানের জন্য আমতলাকে একটি স্বশাসিত পুরসভায় উন্নীত করা জরুরি। ২০২১ সালের সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দন পাল দাবি করেন, বিগত তৃণমূল সরকারের উদাসীনতার কারণেই আমতলা পুরসভার প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যা থেকে গিয়েছে। অবিলম্বে আমতলা পুরসভা গঠনই একমাত্র স্থায়ী সমাধান।

বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ রায় জানান, আমতলার নাগরিক সমস্যাগুলি ইতিমধ্যেই দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের নজরে আনা হয়েছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হবে। অন্যদিকে, বিষ্ণুপুর,২ ব্লকের এক প্রশাসনিক আধিকারিকের বক্তব্য, বর্তমানে আমতলা এলাকার জনসংখ্যা ও বাণিজ্যিক চাপ এতটাই বেড়েছে যে শুধুমাত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবিলা করা কঠিন। এলাকাটিকে পুরসভায় উন্নীত করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। আমার কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হলে সমস্যার সমাধানে জন্য ব্যক্তিগত ভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করব।

হাওড়ায় ভারত জুট মিলে শ্রম দপ্তরের আকস্মিক পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাজ্যের পাটকলগুলিতে এখন থেকে নজরদারি বাড়িয়েছে শ্রম দপ্তর। শ্রম আইন মেনে কাজ চলছে কি না, শ্রমিকদের বকেয়া মেটানো হয়েছে কি না এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধি মানা হচ্ছে কি না, এইসব খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে যৌথ পরিদর্শন। শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে হওয়া বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই গত শুক্রবার হাওড়ার ভারত জুট মিলে অভিযান চালানো হয়। শ্রমদপ্তর সূত্রের খবর, হাওড়ার ডেপুটি লেবার কমিশনারের নেতৃত্বে শ্রম কমিশনারেট, কারখানা পরিদর্শন দপ্তর, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইএসআই দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত

একটি দল দাশনগরের ভারত জুট মিলে পরিদর্শন করে। এই কারখানাতে প্রায় ৫০০ কর্মী কাজ করেন।

এই পরিদর্শনের সময় মিল কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি তলব করা হয়। শ্রম আইন মেনে কাজ চলছে কি না, শ্রমিকদের বকেয়া মেটানো হয়েছে কি না এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধি মানা হচ্ছে কি না, এইসব বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া, পাটকলের জন্যে বরাদ্দ জমি বা পরিকাঠামো অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হয়। এই প্রসংগে শ্রম দপ্তরের দাবি, এই অভিযানের উদ্দেশ্য শ্রমিক ও মালিক, উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করা। একই সঙ্গে শিল্পাঞ্চলে সুস্থ কর্মপরিবেশ ও শিল্পশান্তি বজায় রাখাও এর অন্যতম লক্ষ্য। এই নজরদারি প্রসঙ্গে শ্রম দপ্তর থেকে আরও জানা যায় যে, বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকারের তত্ত্বাবধানে আগামী দিনেও রাজ্যের অন্যান্য পাটকলে এ ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন চলবে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান

কলকাতা: পিয়ারলেস স্কিল একাডেমি, দমদমের রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন (আরকেএসএমভিভি)- এর সহযোগিতায়, পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা কেন্দ্রিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র 'আরকেএসএমভিভি স্কুল অফ প্রফেশনাল স্টাডিজ'-এর উদ্বোধন হল। এই কেন্দ্রটি অ্যালাইড হেলথকেয়ার এবং ইনফরমেশন টেকনোলজির মতো নানা ক্ষেত্রে শিল্প-ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে

মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত জীবনধারণ এবং উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। উদ্বোধনটি ১১ জুলাই দমদমের রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনে, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সভাপতি স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)**শ্রী স্বপন কুমার দীগ, ২)শ্রী শঙ্কর চন্দ্র দীগ** ও **৩)কিংকর চন্দ্র দীগ,** সকলের পিতা ৺গৌর চন্দ্র দীগ, সকলের সাকিম খুঁড়িগাছি, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়গণ বিগত ইং ০৯/১২/২০১১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00261/2011 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমতী কৃষ্ণা দীগ,** স্বামী শ্রী রাধাকান্ত দীগ, মল্লিকহাটী, ভদ্রেশ্বর, সারদাপল্লী, হুগলী-৭১২১২৪), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ১৬/১২/ ২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-04124/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বলিরাম রায়,** পিতা শ্রী তারকেশ্বর রায়, সাকিম ২৮১/২৭ জি.টি. রোড, বেলুড়, লিলুয়া, বালী, হাওড়া-৭১১২০৪, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> – জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুঁড়িগাছি, জে.এল. নং ২০, হাল এল.আর. ২৯৩ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ১০ নং তথা হাল এল.আর. ৯ নং দাগে শুনা জমি ৪ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বলিরাম রায়,** পিতা শ্রী তারকেশ্বর রায়, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রীমতী কৃষ্ণা দীগ, আমমোক্তার**

৩ অগস্ট হাওড়া থেকে ভূতনাথ মন্দির পর্যন্ত সনাতন কাঁওড় যাত্রা, প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, ৩ অগস্ট, হাওড়া থেকে কলকাতার ভূতনাথ মন্দির পর্যন্ত ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ সনাতন কাঁওড় যাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। সনাতন যুব সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, এবছর আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ভক্তের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের সভাপতি প্রমোদ দুবে এবং কর্মসূচির আহ্বায়ক সূরজ বর্মা জানান, হাঁসখালি ব্রিজ থেকে যাত্রা শুরু হয়ে কলকাতার ভূতনাথ মন্দিরে গিয়ে শেষ হবে। তাঁরা বলেন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় এক হাজার শিবভক্ত নাম নথিভুক্ত করেছেন। যে কোনও ভক্ত এই যাত্রায় অংশ নিতে পারবেন।

আয়োজকদের বক্তব্য, অংশগ্রহণকারীদের জন্য পোশাক, কাঁওড় এবং জল বহনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনামূল্যে দেওয়া হবে। পাশাপাশি গোটা যাত্রাপথ জুড়ে ভক্তদের সুবিধার জন্য একাধিক সেবা শিবির, চিকিৎসা শিবির, পানীয় জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও রাখা হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, শোভাযাত্রায় শিবের বিভিন্ন ঝাঁকি, ঢাক-ঢোল এবং ভক্তিমূলক সংগীতের আয়োজন থাকবে। এবছর কাঁওড়িয়াদের স্বাগত জানাতে যাত্রাপথে ফুল বর্ষণেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে, বলে জানান আয়োজকেরা। রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে রামনবমীর ধাঁচে এত বড় কাঁওড় যাত্রার আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রমোদ দুবে বলেন, কাঁওড় যাত্রা নতুন নয়। গত কয়েক বছর ধরেই এটি হয়ে আসছে। তবে আগে নানা কারণে এত বড় পরিসরে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এবার পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় আরও বৃহৎ আকারে কর্মসূচি করা হচ্ছে। হাজার হাজার শিবভক্ত এতে অংশ নেবেন বলেই আমাদের আশা।

বন্ধ চা বাগান সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী শ্রম দপ্তর, শিলিগুড়ি উত্তরকন্যায় বৈঠকে অর্জুন সিং

সোমা মুখোপাধ্যায়

রবিবার উত্তরবঙ্গের কমপক্ষে ৩০টি বন্ধ চা বাগানগুলির তীব্র সংকট এবং অমীমাংসিত শ্রম সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা সচিবালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেন। রুগ্ন, বন্ধ এবং চালু থাকা চা বাগানগুলির শ্রমিকদের বকেয়া পিএফ, গ্র্যাচুইটি এবং মজুরি সমস্যার বিষয়গুলি ছিল এই আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে চা-বাগান চা-বাগানগুলি পুনরায় চালু করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মন্ত্রী অর্জুন সিং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে ভবিষ্যতে আইনি প্রক্রিয়া কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন সরকারের আমলে খেয়ালখুশিমতো বাগান বন্ধ করা এবং শ্রমিকদের মজুরি, পিএফ ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করার বিষয়টি আর বরদাস্ত করা হবে না। এই অঞ্চলের সমস্ত চা-বাগান পুনরায় চালু করা এবং সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে সরকার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

শ্রমিকদের কল্যাণ, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগানগুলির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এই বৈঠকে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নীশিথ প্রামাণিক, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়, শ্রম প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, পরিবহণ ও অর্থ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী আনন্দ বর্মন, প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা ও অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধি (সাংসদ ও বিধায়ক), বিভিন্ন চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি, বন্ধ চা-বাগানগুলির কর্তৃপক্ষ এবং শ্রম দপ্তর ও প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের শুরুতে চা-বাগানগুলিতে বেতন, বোনাস, গ্র্যাচুইটি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রদানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে বন্ধ চা-বাগানগুলির বিষয়ে একটি বিশদ পর্যালোচনা করা হয়; এর মধ্যে ছিল ওই বাগানগুলির শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং 'ফাওলোই' সংক্রান্ত বিষয়াদি।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সরকার চা-বাগান শ্রমিকদের কল্যাণ এবং উত্তরবঙ্গের বন্ধ

এই দিন উত্তরকন্যায় চা মালিকদের কঠোর স্বরে মন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়ে দেন, চা শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে সঠিক শ্রম আইন মেনে চা বাগানগুলি চালাতে হবে। পিএফ, গ্র্যাচুইটি সঠিক ভাবে কার্যকর হয়নি এত বছর। সেগুলির রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অর্জুন সিং এই দিন উত্তরকন্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পিসি ভাইপো মিলে ৩০ শতাংশ চা বাগানের জমি হোটেল ব্যবসার কাজে বিলি করেছে তৃণমূল সরকার। যার ফলে চা শ্রমিকরা দুর্দশার মুখে পড়েছেন। ৩০টি বন্ধ চা বাগানের সকল মালিকরা উপস্থিত না থাকলেও, যারা এসেছিলেন তারা নতুন সরকারের পরামর্শ মেনে চা বাগানগুলো খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১২ বছরে পা দিয়েছে কেন্দ্রে মোদী সরকার। পশ্চিমবঙ্গে চা শ্রমিকরা কেন্দ্রের যে সুবিধাগুলি পেত না এত বছর মমতা ব্যানার্জির জন্য, সেগুলি এখন পাবে তারা, জানান মন্ত্রী অর্জুন সিং। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় চা শ্রমিকরা এখন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতি বুঝতে পারবেন, সুবিধা পাবেন। এইদিন ৫ ঘণ্টার মেগা বৈঠকে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, সব সেক্টরে এ ক্সপো আয়োজিত করা হয় কিন্তু চা সেক্টরে এরকম আয়োজন হয়, এটা করার সময় এসেছে।

বিজেপির কো-অপারেটিভ সেলের সাংগঠনিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ধমান জেলা কার্যালয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন প্রভারি সুনীল বানসালের দিক-নির্দেশনা ও নির্দেশ অনুসারে, ভারতীয় জনতা পার্টির কো-অপারেটিভ সেল, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের আহ্বায়ক অজয় অগ্নিহোত্রী-র নেতৃত্বে কর্মীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের সম্প্রসারণ, আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা এবং বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করে তোলা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত সকল কর্মীদের সংগঠনের আদর্শ ও নীতিকে জনে জনে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পূর্ণ নিষ্ঠা, আত্মনিবেদন ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্য কার্যকারিণী সদস্য দেবব্রত হাজরা চৌধুরী (বাহার দা), সোমেন চ্যাটার্জী, সুবীর নন্দী, অভিজিৎ তাহা, জগদীশ চৌধুরী, সুভাষ গুপ্ত এবং ভোলা প্রসাদ সোনকর-এর উপস্থিতিতে সভাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

ওপ্পো ইন্ডিয়া তাদের নতুন রেনো ১৬ সিরিজ লঞ্চের ঘোষণা করল। এই সিরিজে রয়েছে রেনো ১৬ এবং রেনো ১৬ সি, যেখানে প্রথমবারের মতো ভারতে এসেছে হোলো ভার্স থ্রিডি ডিজাইন, ৫০এমপি ৩.৫ টেলিফটো লেন্স-সহ এআই পোট্রেইট ক্যামেরা, ন্যাচারাল টোন ইমেজিং এবং অল ফোকাল লেনথ ৪কে ৬০ এফপিএস এইচডিআর ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মতো ফিচার।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৩ জুলাই ২০২৬, ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩, সোমবার

‘ডিম খেতে রাজি নই’, অ্যাকাডেমি বিতর্কে অতি বিজেপিদের সতর্কবার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নিরাপত্তা কক্ষ গেরুয়া রঙে রাঙানো এবং সেখানে ভারত মাতার প্রতিকৃতি বসানোকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্কে মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, শিল্প-সংস্কৃতির পরিসরে কোনও ধরনের রাজনৈতিক দখলদারির পক্ষে বিজেপি নয়। একই সঙ্গে দলের কিছু কর্মীর ‘অতি উৎসাহ’ নিয়েও সতর্কবার্তা দিলেন তিনি।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, শিল্প-সংস্কৃতির জগতের কোনও দখলদারির পক্ষে বিজেপি নয়। কেউ কেউ একটু অতি বিজেপি হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের দলই নিয়ন্ত্রণ করবে। তাঁর কথায়, যে যার কাজেই মন দিক, অযথা এমন কোনও পদক্ষেপ করা উচিত নয়, যাতে বিতর্ক তৈরি হয়। এদিন খানিক রসিকতার সুরে তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে আমারও বয়স হয়েছে, চুল পাতলা হয়ে গেছে। ডিম খেতে আমি রাজি নই। তাঁর ব্যাখ্যা, অতীতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ছিল বলেই মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে। এখন বিজেপি যদি একই ধরনের কাজ করে, তাহলে মানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়তে হবে। অ্যাকাডেমিতে গেরুয়া রঙের ব্যবহার নিয়ে আপত্তি তুলেছেন নাট্যজগতের একাংশও। নাট্যব্যক্তিত্ব মেঘনাদ ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের

থিয়েটারের দলে নানা রাজনৈতিক মতের মানুষ রয়েছেন। কিন্তু কেউ কোনও দিন অ্যাকাডেমিতে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেনি। এখন যা হচ্ছে, তাতে সেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সাংস্কৃতিক পরিসরে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা হলে স্বাধীনভাবে কাজের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীরও কটাক্ষ, গায়ে গেরুয়া বা লাল মাখালেই তো কেউ বদলে যায় না। এগুলো অযথা বাড়াবাড়ি। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসকে ঘিরে এই বিতর্কে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মহলে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে। একদিকে বিজেপি নেতৃত্ব দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে শিল্পী-সাংস্কৃতিক মহলের একাংশ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখার দাবি তুলেছেন।

‘যে কমিটিতেই থাকুন, গ্রেপ্তার হবেনই’, ফের বেপাত্তা নির্মল ঘোষকে কড়া বার্তা মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের পারদ আরও চড়ল। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার তদন্ত চলার মাঝেই ফের প্রকাশ্যে এসে অল্প সময়ের মধ্যে অন্তর্ধান হয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে নির্মল ঘোষকে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিং স্পষ্ট ভাষায় বলেন, উনি যার সঙ্গেই থাকুন, যে কমিটিতেই থাকুন না কেন, গ্রেপ্তার হবেন। আইন আইনের পথেই চলবে, পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করবে। সম্প্রতি ঋতব্রত শিবিরের একটি বৈঠকে আচমকাই হাজির হয়েছিলেন নির্মল ঘোষ। তবে দলীয় সূত্রের দাবি, তাঁকে ওই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর তিনি সরে যান। এরপর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি বলে সূত্রের খবর। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে।

আরজি কর মামলার তদন্তে তাঁর নামও আলোচনায় উঠে আসে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, নির্যাতিত চিকিৎসকের দেহ দ্রুত দাহ করার ঘটনায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও এই অভিযোগের বিচার এখনও আদালতে হয়নি।

এদিকে নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষও বিভিন্ন অভিযোগে পুলিশের নজরে রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই বাবা-ছেলে আত্মগোপন করে আছেন বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের কাছে তিনি বড় ব্যবধানে পরাজিত হন। এই আবহেই পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন। তদন্ত চলবে এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ট্র্যাফিকের চাপ কমাতে কলকাতাতেও রিং রোড তৈরির পরিকল্পনা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার থেকে শনিবার ব্যস্ত শহরে প্রবল চাপ থাকে গাড়ির। সঙ্গে সঙ্গী যানজট। আর তা সামাল দিতে দিশাহারা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। খুব সত্যি বলতে দিন যত যাচ্ছে এই চাপ আরও বাড়ছে। কারণ, কলকাতার রাস্তায় এখন রাজত্ব অটো-বাইক-অ্যাপ ক্যাবের। ফলে বাহন বৃদ্ধির দৌলতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যামে ফেঁসে থেকে নাজেহাল হন নিত্য যাত্রীরা। আর তাই এবার ব্যস্ত সময়ে এই গাড়ির চাপ কমাতে নয়া উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। কলকাতাকে ঘিরে এবার তৈরি হবে রিং রোড, ঠিক যেমনটি রয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। এই ব্যাপারে খড়গপুর আইআইটি একটি নকশাও ইতিমধ্যে বানিয়ে ফেলেছে।

মূলত, কলকাতা-হাওড়া-উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এই চার জেলাকে ঘিরে হবে রিং রোড। খড়গপুর আইআইটির দেওয়া নকশা থেকে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, চার বা ছয় লেনের রাস্তা তৈরি করা হবে। একদম গঙ্গার পাশ দিয়ে যাবে এই রাস্তা। হাওড়ার পাঁচলা, বাউড়িয়া হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ, মহেশতলা, গার্ডেনরিচ, আমতলা, সোনারপুর, বারুইপুরে সম্প্রসারিত হবে। এরপর এই রাস্তা পাঁচলা থেকেই কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে মিশবে। ফলে ব্যস্ত সময়ে কলকাতায় ট্রাফিককে এড়িয়ে জেলা থেকে অন্য জেলায় যেতে হলে ত্রাতা হয়ে দাঁড়াতেই পারে এই রিং রোড।

স্কুলেই আর্থিক শিক্ষার পাঠ দরকার, কলকাতার সম্মেলনে জোর সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আর্থিক বিষয়ে সচেতন নাগরিক গড়ে তুলতে স্কুলস্তর থেকেই ফিনান্সিয়াল লিটারেসি বা আর্থিক শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার কলকাতায় আয়োজিত ‘বেঙ্গল রাইজিং ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৬’-এ তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক শিক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেমন ভবিষ্যতের জন্য জরুরি, তেমনই প্রয়োজন আর্থিক শিক্ষা। শেয়ার বাজার কী, আইপিও কী, এসআইপি কী এবং কীভাবে বিনিয়োগ করতে হয়, এই মৌলিক বিষয়গুলি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জানা উচিত। তাঁর মতে, শুধু সাক্ষরতা নয়, ছোটবেলা থেকেই অর্থনৈতিক বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন। তাই স্কুলের পাঠ্যক্রমে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি অন্তর্ভুক্ত করার সময় এসেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থা স্কুল অফ ডে ট্রেডার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সেবি-নিবন্ধিত রিসার্চ অ্যানালিস্ট ভোলানাথ দাস। তিনি

বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরেই স্কুল স্তরে আর্থিক শিক্ষার দাবি জানিয়ে আসছি। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য আমাদের সেই ভাবনাকেই আরও শক্তি দিল। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ খগেন মুর্মুও। দিনভর চলা অনুষ্ঠানে শেয়ার বাজার, বিনিয়োগ এবং আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, সেবি-নিবন্ধিত পেশাদার, ট্রেডার, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা ও কর্পোরেট প্রতিনিধি-সহ ২০০-রও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন। সম্মেলনে আর্থিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগের কৌশল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সম্পদ গঠন এবং বর্তমান বাজার পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা, প্যানেল আলোচনা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা সচেতন, পরিকল্পিত এবং তথ্যভিত্তিক বিনিয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষে চলছে শিল্পীর কারুকাজ। ছবি: অদিতি সাহা

সমাবেশের ঠিকানা অজানা, বদলে গেল তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের পোস্টারের ভাষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্বপরিচিত স্লোগানে বদল, একুশে জুলাইয়ের প্রচারে এখন শুধু ‘কলকাতা চলো’। শহিদ দিবসের সমাবেশের স্থান এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় প্রচারের ভাষাতেও এসেছে পরিবর্তন। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত ‘২১ জুলাই ধর্মতলা চলো’-র বদলে এবার তৃণমূলের পোস্টারে দেখা যাচ্ছে নতুন বার্তা। প্রতি বছর ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহিদ সমাবেশ করে আসছে তৃণমূল। কিন্তু এবার সেই জায়গায় সভার অনুমতি মেলেনি। কলকাতা পুলিশ আগেই দলকে জানিয়েছে, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করা যাবে না। প্রশাসনের দাবি, আগামী দু’মাস ধর্মতলা এলাকায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১৬৩ ধারা কার্যকর থাকায় সেখানে বড় জমায়েতের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।

তবে কর্মসূচি বাতিলের কোনও প্রশ্নই নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, অনুমতি না মিললেও শহিদ দিবস পালন বন্ধ হবে না। প্রয়োজন হলে সীমিত সংখ্যক কর্মী-সমর্থক নিয়েই কর্মসূচি হবে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলের

একাংশের প্রশ্ন, একই দিনে একই শহরে দুটি রাজনৈতিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে পুলিশের অবস্থান আলাদা কেন। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিকে সংগঠনের শক্তি নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে চলছে পাল্টা দাবি। প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সংখ্যা দিয়ে জনসমর্থন বিচার করা যায় না। আমাদের সঙ্গেই এখনও বাংলার ৪১ শতাংশ মানুষের সমর্থন রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সমাবেশের জায়গা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে দলের অন্দরে। তাই নির্দিষ্ট স্থানের নাম না লিখে আপাতত ‘কলকাতা চলো’ স্লোগানেই জেলা জুড়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সভাস্থল এখনও চূড়ান্ত না হওয়াতেই এই কৌশল নিয়েছে তৃণমূল। এদিকে ধর্মতলায় সমাবেশের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে দল। তবে আদালতের রায় কী হবে, তা নিয়ে অপেক্ষায় নেতৃত্ব। একই সঙ্গে বিকল্প পরিকল্পনাও তৈরি রাখা হচ্ছে। দলীয় সূত্রের খবর, ধর্মতলায় সভা সম্ভব না হলে হাওড়া বা শিয়ালদহের মতো গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াত কেন্দ্রের আশপাশে কর্মসূচি করার ভাবনা রয়েছে। কারণ, জেলার অধিকাংশ কর্মী-সমর্থক এই দুই স্টেশন দিয়েই কলকাতায় পৌঁছন। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রয়োজনে ওই বিকল্প সভাগুলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত থেকে কর্মীদের উদ্দেশে রাজনৈতিক বার্তা দিতে পারেন। অন্যদিকে, একই দিনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী বিদ্রোহী তৃণমূল গোষ্ঠী ধর্মতলার গান্ধি মূর্তির পাদদেশে সভার অনুমতি পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে একদিকে মূল তৃণমূলের আইনি লড়াই, অন্যদিকে বিদ্রোহী শিবিরের অনুমতি, এই দুই ঘটনাকে ঘিরে একুশে জুলাইয়ের রাজনৈতিক আবহ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের ধর্ষণের অভিযোগ। এবার ঘটনাস্থল কলকাতার লেকটাউন। পুলিশ সূত্রে খবর, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে বাড়িতে ডেকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে। এরপরই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে রবিবার আদালতে হাজির করায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, দিন চারেক আগে গৃহশিক্ষক বাড়িতে পড়তে ডাকেন ছাত্রীকে। কিশোরীর অভিযোগ, পড়ানোর ‘অছিলায়’ তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে চেয়েছিলেন গৃহশিক্ষক। পানীয়ের সঙ্গে মাদকজাতীয় কিছু মিশিয়ে তাঁকে দিয়েছিলেন। ওই পানীয় পান করার কিছুক্ষণের মধ্যে সে অচেতন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় গৃহশিক্ষক তাঁকে ধর্ষণ করেন। জ্ঞান ফেরার পরে অসুস্থবোধ করেন ছাত্রী। এরপর তিনি বাড়ি যেতে চান আর একাই বাড়িতে ফেরেনও।

রাজনীতির বাইরে নিজেকে সেবায় নিয়োজিত রাখতে চান বিধায়ক পবন কুমার সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজনীতির বাইরে নিজেকে সর্বদা সেবায় নিয়োজিত রাখতে চান ভাটপাড়ার তরুণ বিধায়ক পবন কুমার সিং। রবিবার ভাটপাড়া পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপুর মৈত্রী সংঘের তরফে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, রাজনীতির বাইরে তিনি নিজেকে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রাখতে চান। নতুন প্রজন্মকে তিনি সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকার পরামর্শও দেন। পাশাপাশি ভালো কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দিলেন জনদরদী এই বিধায়ক। অপরদিকে ক্লাব সভাপতি সুকমল ঘোষ বলেন, নতুন কমিটি

গঠনের পর ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির করা হয়েছে। আগামীদিনে তাঁরা সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাবেন। সুকমল আরও জানান, মোবাইলে বুঁদ থাকা নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী করতে তাঁরা খেলাধূলার প্রসার ঘটাবেন। সুভাষপুর আজাদ হিন্দ মঞ্চে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে এদিন হাজির ছিলেন রক্তদান আন্দোলনের নেতা পরেশ নাথ সরকার, ভাটপাড়া পুরসভার তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হিমাংশু সরকার, ভাটপাড়া থানার আইসি বিশ্বজিৎ মণ্ডল, বাসুদেবপুর থানার আইসি সুনীত মণ্ডল, চিকিৎসক নাজিবা খান্দাকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী নারায়ণ বিশ্বাস প্রমুখ।

রথের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের উত্তরবঙ্গে জারি কমলা সতর্কতা। উত্তরের ৫ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারেও জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। একইসঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। তবে এবার ধীরে ধীরে বৃষ্টির তীব্রতা কমবে উত্তরবঙ্গে।

উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে দক্ষিণবঙ্গেও। ভারী বৃষ্টি হতে পারে নদিয়া, মুর্শিদাবাদেও। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা ও শহরতলিতে। বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে। হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর বাংলাদেশে এবং উত্তর-পশ্চিম বিহারে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। বিহার থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি মৌসুমি অক্ষরেখা পুরোদমে সক্রিয় রয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। রাজস্থান থেকে মৌসুমি অক্ষরেখা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ফলে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি থাকছেই। এর জেরে বৃহস্পতিবার রথের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। কলকাতাতেও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। এরপর শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা থাকছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে।

এদিকে রবিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৭৮ থেকে ৯৮ শতাংশের মধ্যে। জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারণে প্যাচপ্যাচে গরমের হাত থেকে এখনই রেহাই মিলছে না কলকাতাবাসীর। অন্যদিকে ভারতীয়

মৌসম ভবন সূত্রে খবর, ভারতে বর্তমানে মিশ্র আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বর্ষা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। কখনও জোরালোভাবে শুরু হয়, কখনও দেরিতে, আবার কখনও থেমে থেমে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা বায়ুপ্রবাহের ধরন বদলে দিচ্ছে, ফলে পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। দেশের বেশিরভাগ অংশে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে, শুষ্ক আবহাওয়া চলছে। বৃষ্টিপাতের অভাবে কৃষকরা উদ্বিগ্ন। বর্ষার গতি কমে গেছে। তবে সুখবর হল, বর্তমান খরার মাঝে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাভাস আশার আলো দেখাচ্ছে। কারণ, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে বেশ কয়েকটি অনুকূল মৌসুমি সিস্টেম তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন আবহাওয়া মডেল অনুযায়ী, এর কিছু অংশ বঙ্গোপসাগরে পৌঁছলে ১৮ থেকে ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে বর্ষা আবার নতুন করে ফিরে আসতে পারে। তবে, হাতে মাত্র ৭-৮ দিন বাকি থাকায় আবহাওয়াবিদরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। এবছর বর্ষার শুরুটা স্বাভাবিক হলেও মধ্য ও উত্তর ভারতে তা ব্যাহত হয়েছে।

এদিকে পূর্ব ভারতে বৃষ্টিপাত হলেও পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য ভারতে খরা দেখা দিয়েছে বলে জানাচ্ছে মৌসম ভবন। এতে ফসল, বিশেষ করে ধান, ভুট্টা ও ডাল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলাধারের জলস্তরও কমে যাচ্ছে, যা পানীয় জল ও সেচ উভয়ের জন্যই উদ্বেগের কারণ। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, মৌসুমি অক্ষরেখা তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে যাওয়ায় এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত আর্দ্রতাবাহী বাতাস পৌঁছতে পারছে না। এই প্রেক্ষাপটে, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উদ্ভূত সিস্টেম আশার আলো দেখাচ্ছে। বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগরে ক্রান্তীয় সিস্টেম বা নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে। যদি এই সিস্টেমগুলো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ভারতের নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে তবে তা মৌসুমি বায়ুকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। ভারতীয় মৌসম ভবন সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় মডেল এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রতারণার শিকার প্রাক্তন বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়ির মিউটেশন ও বকেয়া ট্যাক্সের বিল মেটানোর নামে প্রাক্তন বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়াকে প্রতারণার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের জালে এক। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম সামসুদ্দিন জমাদার। বছর একচল্লিশের সামসুদ্দিনকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বলেও জানা গেছে। এই ঘটনায় যুক্ত আরও দু’জনের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। এই বিষয়ে আরও জানতে ধৃত সামসুদ্দিনকেও জেরা করছেন পুলিশের আধিকারিকরা। শুধু তাই নয়, ঘটনার পিছনে কোনও বড়সড় চক্র কাজ করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেহালা থানা এলাকার বিএল শাহ রোডে বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার কন্যার একটি বাড়ি রয়েছে। সেই বাড়ির মিউটেশন এবং বকেয়া ট্যাক্সের বিল মেটানোর জন্য প্রণব

কয়াল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। প্রণব নিজেকে কলকাতা পুরসভার আধিকারিক বলে পরিচয় দেন। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তি সহজেই ওই বাড়ির বকেয়া রাজস্ব মিটিয়ে দিতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই কাজে প্রণব তাঁর দুই সহযোগী রোহিত বাগ এবং সামসুদ্দিন জমাদারকে যুক্ত করেন।

মূল অভিযুক্ত প্রণব বাড়ির মালকিনকে জানান, মিউটেশন ও বকেয়া ট্যাক্স বাবদ ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কাছে জমা করতে হবে মোট ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। বিশ্বাস করে সেই টাকা দিয়েও দেন বৈশালী ডালমিয়া। কিন্তু মিউটেশন কিংবা ট্যাক্সের বিল তাঁকে কিছু দেওয়া হয় না। বারবার প্রণব রায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কেউ ফোন ধরেননি বলে অভিযোগ। এরপরেই গত ১৫ জুন বেহালা থানায় একটি প্রতারণা মামলা রুজু করেন বৈশালী ডালমিয়া। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে বেহালা থানা। তদন্তে নেমে অন্যতম অভিযুক্ত সামসুদ্দিন জমাদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

ভার্চুয়াল টিকিট নিয়ে দেদার জালিয়াতি এবার বন্ধ হোক

অবশেষে কড়া পদক্ষেপ করল ভারতীয় রেল। যেদিন থেকে ভারতীয় রেলে অ্যাপ নির্ভর টিকিট ব্যবস্থা বা ভার্চুয়াল টিকিট চালু হয়েছে, তার কিছুদিন পর থেকেই এক শ্রেণির দালাল, প্রতারক ও অসাধু যাত্রীরা দেদার জালিয়াতি করতে শুরু করে। ফলে ব্যাপক রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছিল রেলের। ভার্চুয়াল টিকিটের সেই অপব্যবহার মাত্রা ছাড়া জায়গায় পৌঁছাতেই এবার কড়া ব্যবস্থা নিল ভারতীয় রেল। ভার্চুয়াল টিকিট বা ডিজিটাল টিকিটের অপব্যবহার এবং জালিয়াতি রুখতে নতুন নির্দেশিকা জারি করল রেল। ওই নির্দেশিকায় কড়া ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে ট্রেনের টিকিটের পিডিএফ, স্ক্রিনশট বা হোয়াটসঅ্যাপে ফরোয়ার্ড করা-সহ অন্য কোনও মেসেজিং অ্যাপে ফরওয়ার্ড করা কপি আর বৈধ হিসেবে গণ্য করা হবে না। টিকিট পরীক্ষার সময় এই ধরনের নথি দেখালে তা বৈধ টিকিট বলে গ্রাহ্য করা হবে না। নির্দেশ অনুযায়ী, অসংরক্ষিত আসনের টিকিট যাঁরা রেলওয়ান অ্যাপের মাধ্যমে বুক করবেন, তাঁদের যাত্রার সময় অ্যাপ খুলে বুক করা আসল টিকিটটাই দেখাতে হবে। ওই টিকিটের পিডিএফ ফাইল, স্ক্রিনশট বা অন্য কারও পাঠানো টিকিটের কপি দেখিয়ে ট্রেন সফর করা যাবে না। এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল, ডিজিটাল টিকিটের অপব্যবহার ও জালিয়াতি রোধ করা। অনেক ক্ষেত্রে টিকিটের স্ক্রিনশট বা পিডিএফ একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেই টিকিটের অপব্যবহার করা হচ্ছে। সেই কারণেই যাত্রীর পরিচয়ের সঙ্গে টিকিটের বৈধতা যাচাই করতে লাইভ টিকিট দেখানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ যদি আপনি রেলের নির্দিষ্ট অ্যাপ থেকে অসংরক্ষিত টিকিট কেটে থাকেন, তাহলে যাত্রার সময় অবশ্যই ফোনটি আপনার সঙ্গে থাকতে হবে। টিকিট পরীক্ষার সময় সেই ফোনের অ্যাপ খুলে বৈধ টিকিট দেখাতে হবে। অন্যের ফোন থেকে পাঠানো কপি বা ফরওয়ার্ড করা টিকিট গ্রাহ্য হবে না। রেলের এই নির্দেশ অমান্য করলে বিনা টিকিটে যাত্রা করার নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক জরিমানা বা অন্যান্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। তাই যাঁরা নিয়মিত মোবাইলে ট্রেনের টিকিট বুক করেন, তাঁদের এই নতুন নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় এবার জালিয়াতি পুরোদমে বন্ধ হবে।

কলকাতার লেখ্যাগারকে সুস্থ করার পথ খুঁজতে শুরু করল রাজ্য

সমগ্র ভারতে তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম আর্কাইভস তৈরি হয়েছিলো। ১৮৯১ সালে এটির স্থাপনা হয় বর্তমান ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে। তখন আর্কাইভসের নাম ছিল 'Imperial Record Department'।

কলকাতায় সেই আর্কাইভসের কাজের দিকে নজর রাখতেন সমকালীন গবেষকরা। রীতিমত লন্ডনের আর্কাইভসের সঙ্গে টেক্কা দিত এখানকার কাজের মান। ১৮৯১ সালের ১২ ই মার্চ এই দপ্তরের Officer-In-Charge হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন Mr. G.W. Forrest। দপ্তরের প্রধানকে Record Keeper বা Keeper of Records ও বলা হত। এটি ছিল বর্তমানের National Archives এর পূর্ব রূপ।

১৯১১ সালে রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তর হলে সংরক্ষিত রেকর্ড সমূহ ধীরে ধীরে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। অন্যদিকে প্রাদেশিক সরকারের রেকর্ডের জন্য ১৯১০ সালে রাইটার্স বিল্ডিংসের এর ব্লক ২ ভূমিতলে (Ground Floor–Block II) Secretariat Record Room তৈরি হয়।

দেশের নানা জায়গায় স্বাধীনতার পর তৈরি হয়েছে লেখ্যাগার। কিন্তু গত কয়েক দশকে রাজ্য সরকারের কাছে কিছুটা দুয়োরানি হয়ে উঠেছে এই আর্কাইভস। এতে ইতিহাস সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট নানা কাজ মার খাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সুখের কথা, নয়া সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রথম পর্যায়েই কলকাতার লেখ্যাগারের সুস্থতার পথ খুঁজে চাঙা করার ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। কথা হয়েছে নবান্ন ও বিকাশভবনের সর্বস্তরে। বিভিন্ন স্তরে খোঁজ করে বিষয়টির গভীরে ঢুকে পুরো ছবিটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন অত্যুৎসাহী এক প্রবীন সাংবাদিক। শীঘ্রই পাঠকরা সেটির সচিত্র বিবরণী জানার সুযোগ পাবেন।

মেয়েমানুষ থেকে মানুষ হওয়ার তাগিদ বড্ড কম

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

যদি বিগতসময়ের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের দিকে ফিরে তাকাই। এটা অস্বীকারের উপায় নেই মমতা ব্যানার্জি নিজে রাজনৈতিক ভাবে যা করেছেন তা নিশ্চিত ভাবে মহিলা ক্ষমতায়নের রোল মডেল। তিনি অনেক অচলায়তন ভেঙেছেন। আবার তিনিই যখন মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারে বুঁদ করলেন তা কিন্তু সিউডো পাওয়ার। তা মহিলাদের আরো বেশী করে মহিলা করে তুলল। আমি মহিলা হলেই কিছুনা কিছু সাহায্যের অধিকারী। এই ধারনাটাইতো চূড়ান্ত ভাবে পিছিয়ে নিয়ে যায়।

সেদিন, তীর গতিতে চলছিল ট্রেন। এক মহিলা রেল পুলিশ কর্মী, ফোনে পারিবারিক কথোপকথন করছেন। উনি বলে উঠলেন- আমি একটা মেয়েমানুষ হয়ে আর কতো করব! প্রশ্ন শুরু হল আবারও, প্রশ্নগুলো ট্রেনের মতোই জোরে ছুটল মনে। এখন কী বলব এই নিরাপত্তা কর্মীকে দেখে? মহিলা সশক্তিকরণ নাকি মহিলাসুলভ জেন্ডার কার্ড ব্যবহারের বদভ্যাস। এই বদভ্যাস আমাদের কিছুতেই বদলাচ্ছে না। যেন মজ্জাগত রোগ। কাজে কম্মে, পথচলতে, বাড়ি ভাড়া নিতে, ভাতা নিতে, বাসের টিকিট কাটতে, ট্যাক্সি ভাড়া করতে সবেতেই জেন্ডার ম্যাটার করছে। এবং আমরা তা জোরদার করে জিইয়ে রাখার পরেও দাবি করি লিঙ্গ সাম্য কোই! প্রশ্ন উঠুক লিঙ্গ বৈষম্য কেন? হরমোন এবং হরমোন নিয়ন্ত্রিত যা কিছুই তাতে লিঙ্গ বৈষম্য থাক জোরালো ভাবে। তবেই না নারীর মধ্যে স্নেহ মায়া ত্যাগ গভীর হবে। ওসব হরমোনের খেল বাকিটা পারিবারিক শিক্ষা। কিন্তু পথে বেরিয়ে যতক্ষণ আমাদের গোলাপী ট্যাক্সি খোঁজ করতে হবে ততক্ষণ কিন্তু আমরা আত্মতুষ্টির লিঙ্গ সাম্য ভোগ করছি। বেশী বেশী গোলাপী ট্যাক্সি, বেশী বেশী ফ্রি সরকারি বাসে চড়া, অন্নপূর্ণা বা যেকোনো মহিলা ইনসেনটিভ স্কিমের জন্য মুখিয়ে থাকা, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া রজঃস্রাবে এক অদ্ভুত রোমানটিসাইজড কষ্ট অতিক্রম করার বিজ্ঞাপন। এবং সেই বিজ্ঞাপনে এটাই প্রতিষ্ঠিত করা, দেখো আমাদের মেয়েদের কতো অসুবিধা তারমধ্যেও আমরা কাজ করি। এটাও একরকম জেন্ডার কার্ড প্রদর্শনে বাড়তি সুবিধালাভের আশা করা। এই সবকিছুই যতবেশী উপভোগ্য কাঙ্খিত, ততোবেশী জীবিত পুণঃনবীকরণযোগ্য হয়ে চলে লিঙ্গ বৈষম্য। যখন পশ্চিমবঙ্গের বুকে আওয়াজ এল খবর হল - আমরাতো দিলেই নেব না। আমরা টিকিট কেটে সরকারি বাসে চড়ব। যেদিন কিছুজন থেকে সব মহিলারাই তা করবেন তখন আর তা খবর হবে না। যতক্ষণ তা খবর ততক্ষণ তা জিইয়ে থাকা লিঙ্গ বৈষম্য। শিশু ও নারী সুরক্ষার যে সকল প্রকল্প, পড়ুয়ার জন্য যত প্রকল্প, অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সুবিধা তাতো সমাজ উন্নয়নের অনুঘটক। তার সাথে যেন কেবলমাত্রই লিঙ্গ ভিত্তিক সুবিধা পাওয়াকে একাকার না করি। গত এক দশক ধরে সারা বিশ্ব ব্যাপীই শুধুমাত্র মহিলাদের ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার বেনিফিট বিষয়ে চর্চা আলোচনা সমালোচনা চলছে। যদি ভারতের দিকেই তাকাই, ২০২৫-২৬ , ১৫ ই রাজ্যে আনকনডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফারের হেতু আনুমানিক ১.৭ ট্রিলিয়ন রুপি (ভারতীয় টাকা) ব্যয় হয়েছে। উপকৃত মহিলা সংখ্যা আনুমানিক ১২০ মিলিয়ন! অঙ্কটা তখনই বিজয়ী হবে, যখন এই পরিসংখ্যানটাও পাবো- ওই টাকা দিয়ে কতোজন মহিলা ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যবসা শুরু করলেন। কতোজন তা পরিবারের কাজে ব্যবহার করলেন। সে পরিসংখ্যান ব্যাপক হারে পাওয়া খানিক মুশকিল। কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসরে যে মহিলাকেই প্রশ্ন করি- তিনিই বলেন ওটা তাঁর নিজের হাতখরচ। তখনই মনে হয়- বাল্যবিবাহ রোধের জন্য যে প্রকল্প, আর মহিলা সশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার প্রকল্প গুণগতমানে দুই মেরু।

যদি বিগতসময়ের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের দিকে ফিরে তাকাই। এটা অস্বীকারের উপায় নেই মমতা ব্যানার্জি নিজে রাজনৈতিক ভাবে যা করেছেন তা নিশ্চিত ভাবে মহিলা ক্ষমতায়নের রোল মডেল। তিনি অনেক অচলায়তন ভেঙেছেন। আবার তিনিই যখন মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডারে বুঁদ করলেন তা কিন্তু সিউডো পাওয়ার। তা মহিলাদের আরো বেশী করে মহিলা করে তুলল। আমি মহিলা হলেই কিছুনা কিছু সাহায্যের অধিকারী। এই ধারনাটাইতো চূড়ান্ত ভাবে পিছিয়ে নিয়ে যায়। ট্রেনের ওই মহিলা পুলিশ কর্মীর মানসিকতা লাখো কোটি অধিকাংশ মহিলা মনে। আমিতো মহিলা - এটা বললেই বাস ফ্রি। আবার এটা বললেই পুরুষের উপর অবলম্বন করার এবং দরকার হলেই পুরুষ বিদ্বেষী হওয়াটাও খুব সহজ। এই কাঁঠালের আমসত্ত্ব হাজার গোলাপী ট্যাক্সির সংখ্যা বৃদ্ধি করবে কিন্তু মেয়েমানুষদের মানুষ করবে না। এখন প্রশ্ন উঠবে- কেনো মহিলা ট্যাক্সি কি মন্দ? একেবারেই না। একজন মহিলা ট্যাক্সি চালক, এটা নিশ্চিত ভাবে লিঙ্গ সাম্য। কিন্তু যখনই ট্যাক্সির রঙ বলে দেবে ওটাতে মহিলারাই চড়বেন, মহিলা যাত্রী ওতে সুরক্ষিত- তখন নিজেদের সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সভ্যতার ভিতরকার ভদ্রতা সৌজন্য বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। আজকে শুধুমাত্র কর্ণাটক, কেরল, দিল্লি , ব্যাঙ্গালোরেই যে গোলাপী ট্যাক্সি ঘুরছে এমন না। মেক্সিকো, ইজিপট, দুবাই, পর্তুগাল এবং জাপানেও তা রয়েছে। তবে তাদের বিজ্ঞাপন কম , অধিকাংশই পর্যটকদের সুবিধার জন্য। কলকাতাতেও বহুল মাত্রায় শুরুর কথা শোনা যাচ্ছে। মহিলাদের গাড়িতে মহিলারাই উঠবেন তবেই মহিলা সুরক্ষিত-- একটু ভাবিতো, আমাদের কোনো ভুল হচ্ছে নাতো! অর্থাত এটাই সত্যি, কোন পুরুষ যে কেমন আচরন করবেন, এমনকি কোন মহিলাযাত্রীও পান থেকে চুন খসলেই পুরুষ চালকের সাথে যে কী আচরন করবেন তার উপর কারোর নিয়ন্ত্রন নেই। ভিকটিম কার্ড যে কেউই যখন তখন খেলতে পারে, সত্যি সত্যিই যেকেউই ভিকটিম হতেও পারেন। তারজন্য গোলাপী ট্যাক্সি। আমাদের রঙে কোনো আপত্তি নেই। গোলাপী রঙ খুব মিষ্টি- কিন্তু তার প্রয়োজন বাড়ছে তিক্ততা এড়াতে। সাময়িক ভাবে নিশ্চয়ই এর ইতিবাচক প্রভাব আছে। কিন্তু, ওইযে, ভিতরের রোগ মেরামত করলাম না। আমাদের পরিবারে বিদ্যালয়ে কর্মসংস্কৃতিতে এটা জলভাত করা হচ্ছে না- সবাই সহনাগরিক। সবাই সবার সহযোগী। কথায় কথায় অবলীলায় বলি- মেয়েরাও পারে। ' রাও' শব্দটাই মারাত্মক। ধরেই নিচ্ছিলাম পারবে না, তবুও পারছে। যে দেশে মাতৃপূজা হয়- সেদেশ ভারতবর্ষে কেন গোলাপী ট্যাক্সি? কেন দরকার হল? আমাদের প্রথাতো এমন ছিলনা। গান্ধারী সীতা দৌপদী'র মাটিতে মহিলারা আলাদা করে ভাতা , সুবিধা, জেন্ডার কার্ড খেলার সুযোগ নেবে কেন। কাবেরীর তীরে আজ যেখানে গোলাপী ট্যাক্সি ছুটছে। সেখানেই চোল সাম্রাজ্যের রাণী সেন্ত্রিয়ান মহাদেবী ঘোড়া ছুটিয়ে রাজত্ব করেছেন। অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছেন। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের বোন কুন্দাভাই নাচিয়ার তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক জ্ঞানে ঋদ্ধ। শত শত বৈদিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। নারী অধিকার মানে কখনওই বাড়তি সুযোগ সুবিধাকে পৈতৃক সম্পত্তির মতো মনে করা নয়। বরং একই সুযোগ উপভোগ করে উঠে দাঁড়ানো। এখনই প্রশ্ন উঠবে তাহলে সংসদে সংরক্ষণ, বা বিভিন্ন পেশায় সংরক্ষণ কি অযৌক্তিক। সেই ধরনের সংরক্ষণ নিশ্চিত ভাবে সশক্তিকরণ কারণ তা সমাজের আয়না। সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের আওয়াজ তুলে ধরার প্রতিনিধি তাঁরা। একজন প্রান্তিক মহিলা যখন সংসদে আসেন তখন তাঁর সাথে ভারতের সব প্রান্তিক মহিলা জুড়ে যান। কিন্তু যতগুলো ফ্রি টিকিটের বাস যাত্রা ততগুলো মহিলা নিজেদের না-পারার দলে নিজেরাই রাখছেন। যতজন গোলাপী ট্যাক্সিটাই খুঁজি ততক্ষণ চারপাশের মহিলা পুরুষ ব্যবহারিক ভারসাম্য অসংগঠিত বা বিশ্বাসজনক নয়।

মহিলা পুরুষে বিশ্বাসজনক পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে না বলেই সর্বত্র মহিলারা বাড়তি কিছু আশা করছেন। অনেক পুরুষও মহিলাদের কমোডিটির ঊর্ধ্বে ভাবতে পারছেন না। আমরা কেন আমাদেরই চোল যুগের মতো হতে পারছি না! ভারতবর্ষের উপর অনেক আক্রমন অবিরাম অত্যাচার বিধর্মীর বর্বরতা গেছে। তারপরেও যখন আমাদের মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার টিকে আছে, যখন মাতৃপূজা স্বাভাবিক অভ্যাস। সমাজে অবাধ নারী পুরুষ মেশামেশার পরেও এত আলাদা করে নারীর জন্য সুবিধা চাওয়া, এবং যেহেতু নারীর উপর যৌন অপরাধ সংঘটিত হয় তাই নারী পুরুষ পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত আলগা। রাষ্ট্র ব্যবস্থা গনতান্ত্রিক হলেও আমাদের সমাজব্যবস্থা ততোটা গনতান্ত্রিক নয়! তারজন্যই কি এই অসুস্থ অসুবিধার বীজ থেকেই যাচ্ছে? এত প্রযুক্তি এত উন্নতি এত আধুনিকীকরণ সবকিছুর। তারপরেও যখন কথায় কথায় ' মেয়েতো ' শব্দটা অজান্তেই চলে আসে- তাতো শুভ ঈঙ্গিত নয়। ডেমক্রাসি ইন সিভিল সোসাইটি-র পাঠ আমাদের সম্পূর্ণ হয়নি। অনেক আর্থসামাজিক স্তরে শুরুই হয়নি। সিভিল সোসাইটির ডেমোক্রাসির প্রধান কাজই হল রাষ্ট্রের উপর সব বিষয়ে হাঁ করে তাকিয়ে না থাকা। সবটাই রাষ্ট্র করবে, আমরা কেবলমাত্রই হাততালি দেব, বা গালিগালাজ করব। এটা একরকম অচলবোধ। সিভিল সোসাইটি অ্যাকটর তাঁরাই যাঁরা উল্টে খেয়াল করছেন কোন উর্দীধারী উৎকোচ নেন, কোন আধিকারিক অলস, কোন শিক্ষক মারাত্মক ফাঁকিবাজ। সিভিল সোসাইটি অ্যাকটর নেই বলেইতো আমাদের মনে হয়- আমি কেন দেখব? আমি কেন প্রতিরোধ গড়ব। আমিই কেন আইন মানব? বরং ভাবি আমিও মানব না, এতো পারব না, এসব আমার কাজ না। নাগরিক অধিকার, নাগরিক সচেতনতা নেই বলেই নাগরিক সুরক্ষাটাও আমাদের পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। কখনও গোলাপী ট্যাক্সি, কখনও ভাতা, কখনও ফ্রি ফ্রি - সরকার অফার দিচ্ছেতে উদ্যাম নৃত্য। সমানাধিকার চাইছি আবার ফ্রি বাস টিকিট পেলে তবেই ভোট দেব ভাবছি- এ কেমন ধারনা! এ কেমন দ্বিচারিতা! কিছু সংখ্যক মহিলার যেমন রজঃস্রাবকালে সত্যিই শারীরিক ভাবে দুর্বল লাগে , তেমনই কিছু সংখ্যক পুরুষেরও ' আপনি এই অটোতে সুরক্ষিত ' বিজ্ঞাপন দিয়ে চালাতেও ক্লান্ত লাগে। আত্মসম্মানে বাধে। অপরাধ সংঘটিততো উভয় পক্ষের সাথেই হচ্ছে। অধিকাংশ সময়েই ধর্ষণ হলেই আমরা অপরাধ বলি। তাতো জঘন্যতা বিকৃতি অনেক মনস্তাত্ত্বিক বলেন ধর্ষক আসলে উন্মাদ। একটা কঠোর শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক সাজা সমাজের বুকে উদাহরণ হয়ে থাকে। অথচ যত হাজার মিথ্যা নারী নির্যাতনের মামলা, অসত্য শ্লীলতাহানির অভিযোগ, লিঙ্গ বৈষম্য উস্কিয়ে যত অসম্মানজনক আচরন হচ্ছে তার প্রতিকার নেই প্রতিবাদ কদাচিত। তারই ফলস্বরূপ অসংখ্য মহিলারা স্বাভাবিক প্রতিবর্তক্রিয়ায় কোনো সুবিধা বাড়তি হারে পেলেই বেজায় খুশী হন। তাঁরা প্রশ্ন করেননা- কেন দিচ্ছেন, কেনই বা নেব! সশক্তিকরণ কিছু পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকা নয়। তা নেব না বলাটাই সশক্তিকরণ। আমাদের চোল সাম্রাজ্য বিষয়ে সারা বিশ্ব আজ গবেষণা করছে। রাজত্ব , তথাপিও গণতান্ত্রিক রাজত্ব। এও হয়? হয়েছিলতো। কারণ প্রকৃত লিঙ্গ সাম্য দেখিয়েছিল আমাদের দেশ। অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করল চোল যুগ। যদি একটা উদাহরণ দিই- বৃহদেশ্বরা মন্দির। উন্নতির চূড়ান্ত মাপকাঠি। যেখানে নারী পুরুষ পারস্পরিক সহযোগে মেলবন্ধনে কাজ করলেন। ধর্ম সংস্কৃতি শিল্প বিদ্যা লিঙ্গ সাম্য রাজকোষ ভরাট থেকে আর্থসামাজিক প্রগতিকল্প কী হল না সেদিন! রাজা দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ করলেন। সমাজ থাকুক মানুষের হাতে। অপরাধ হলে সেই অঞ্চলের মানুষের যে বোর্ড / কমিটি তাঁরা তা মেরামত করবে। প্রশাসনিক স্তর, আইনি স্তর মানুষের দ্বারা পরিচালিত হবে। সেদিনও গ্রামীণ কমিটিতে নির্বাচন হত। মন্দির কমিটি থেকে বাগান কমিটি সর্বত্র লিঙ্গ ভেদ দূরে রেখে মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। অথরিটি- এই বিষয়ে যতক্ষণ না সাম্য আসবে ততক্ষণ মহিলারা ধরেই নেবে তাঁদের কিছু বাড়তি পেতে হবে। অথরিটি মানে কিন্তু জনপ্রতিনিধি হয়েই থাকা নয়। অথরিটি তিনিই যাঁর মতের বক্তব্যের মূল্য আছে। অধিকাংশ সময়েই আমরা দেখি মহিলা জনপ্রতিনিধি হলেও তাঁর স্বাধীন মত, আওয়াজ, নিজের কথা ভাবনার সমূহ অভাব। তখনতো তিনিও খানিক ফ্রি বাসে চড়ার মতোই হয়ে যাচ্ছেন। খুব উল্লেখযোগ্য, ২০২৪ সাধারণতন্ত্র দিবসে চোল সাম্রাজ্যে'কে উপস্থাপন করা হয়েছিল। চোল যুগের কুদাভোলাই ব্যবস্থা (জন গনতান্ত্রিক উপস্থিতি ভোট ব্যবস্থা) নাগরিক চরিত্র গঠনের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। আমাদের অনুসন্ধান হোক সেই যুগের মত পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক, লিঙ্গ সাম্যের আধিপত্য, ব্যক্তিস্বাধীনতার, ভাতা ছেড়ে নিজে গড়ার মানসিক অভ্যাস, জেন্ডার কার্ড খেলার বদভ্যাস ত্যাগ। অপরাধ সংঘটন হাজার বছর আগেও হত, চিরকাল হবে। তারজন্য প্রশাসন আইন শাস্তি আছে। মেয়েমানুষ থেকে মানুষ হওয়ার প্রক্রিয়াতে আমরা এখনও একটু ধীর তাই জেন্ডার কার্ড সর্বত্র ব্যবহার হচ্ছে। আমরা সমান সুযোগ চাই। কিন্তু সুবিধা নয়।

কোট-আনকোট

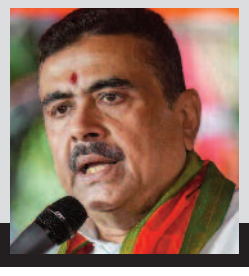

বারুইপুরে ৩৫ বছরের অবিবাহিত যুবককে হাত-পা বেঁধে মারধর করা হয়েছে। যাঁরা ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, এর পিছনে তাঁদের উসকানি রয়েছে।

বারুইপুর কাণ্ড প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দেশের সুরক্ষার্থে বড় পদক্ষেপ

বাগদার সীমান্তবর্তী পাঁচটি গ্রামকে 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ' চিহ্নিতকরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার সীমান্তবর্তী পাঁচটি গ্রামকে 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম' (ভিভিপি) অধীনে উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। রবিবার ওই পাঁচটি গ্রাম চিহ্নিত করে বিধায়ক, বিএসএফ, পুলিশ ও বিভিন্ন উপস্থিতিতে বৈঠক করা হয় বিডিও অফিসে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় উন্নয়নের জন্য গ্রামগুলিকে 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ' হিসাবে চিহ্নিত করে উন্নয়ন করা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই মতো বাগদা ব্লকের পাঁচটি গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রবিবার ছুটির দিনে বাগদা বিডিও অফিসে বাগদার বিধায়ক সোমা ঠাকুর, বাগদা থানার ওসি, বিএসএফের প্রতিনিধি ও বাগদার বিডিও-র উপস্থিতিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। পাঁচটি গ্রামগুলির মধ্যে বাগদার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েত লক্ষ্মীপুর, আশারু গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঙ্গুলিয়া, আশারু গ্রাম পঞ্চায়েতের হামকুড়া, আশারু গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগি, কোনিয়াড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত মাথাভাঙ্গা গ্রামকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রামে কেমন ভাবে উন্নয়ন করা হবে, সেই বিষয়ে এদিন বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বাগদার বিধায়ক সোমা ঠাকুর জানিয়েছেন, 'বাগদার পাঁচটি গ্রামকে ভাইব্রেন্ট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রামগুলিতে বিভিন্ন রকম উন্নয়ন করা হবে। রাস্তাঘাট ও স্কুলের উন্নয়ন করা হবে। এর ফলে এলাকার সুরক্ষা ও দেশের সুরক্ষা বাড়বে।'

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেসরকারি নার্সিংহোম এবং হসপিটাল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের স্বাস্থ্য পরিসেবা বিষয়ে আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

চাকরির নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি সাদ্দাম আনসারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার দুপুরে পুরুলিয়ার টামনা থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে রঘুনাথপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা এবং তোলাবাজির অভিযোগে রঘুনাথপুর থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই টামনা থানা এলাকা থেকে সাদ্দাম আনসারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার একই দিনে পরপর দুই গ্রেফতারের ঘটনায় জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন সকালে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর দুপুরে সাদ্দাম আনসারীর গ্রেপ্তার ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক আলোড়ন তৈরি হয়েছে। তবে সাদ্দাম আনসারীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বলাগড়ে মন্ত্রী সুমনা সরকারের উদ্যোগে নতুন বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির বলাগড়েও বিনামূল্যে সরকারি বাসে চড়ার সুযোগ পাবেন মহিলারা। কারণ কালনা থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত চালু হল নতুন সরকারি বাস পরিষেবা। বলাগড়ের বিধায়ক এবং রাজ্যের মন্ত্রী সুমনা সরকারের উদ্যোগে এই নতুন বাস পরিষেবা শুরু হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর হুগলিতে শুরু হল নতুন সরকারি বাস পরিষেবা। চালু হওয়া এই নতুন পরিষেবায় পূর্ব বর্ধমানের কালনা থেকে হুগলির চুঁচুড়া পর্যন্ত চলবে নতুন সরকারি বাস। বলাগড়ের বিধায়ক তথা স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকারের উদ্যোগে এই পরিষেবা শুরু হচ্ছে। জানা গিয়েছে, সকাল ৮ টায় কালনা থেকে ছাড়বে বাসটি। গুপ্তিপাড়ায় পৌঁছাবে সকাল ৮টা ২০ মিনিটে। যাত্রাপথে বাসটি সোমরা, বলাগড়, জিরাট, ডুমুরদহ, শেরপুর বাস স্ট্যান্ড-সহ বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়াবে, এরপর মগরা, ত্রিবেণী হয়ে পৌঁছবে চুঁচুড়ায়। সারাদিনে মোট ২টি বাস চলবে। মন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ও পরিবহন মন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন করেছিলাম। সেইমতো এই বাস পরিষেবা শুরু হচ্ছে। বলাগড় এলাকা থেকে প্রচুর মহিলা কাজের জন্য বাইরে যান। বাস ভাড়া দিতে তাঁদের অনেক টাকা খরচ হয়। বিনামূল্যে বাস পরিষেবা পেলে মহিলা যাত্রীরা উপকৃত হবেন।'

একগুচ্ছ সামাজিক বার্তা নিয়ে ইন্দাসের পথে 'গোলাপ সুন্দরী'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: রঙিন পোশাক, মুখে বিচিত্র সব আঁকিবুকি, আর গলায় ঝোলানো প্ল্যাকার্ডে একগুচ্ছ সামাজিক বার্তা। তিনি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। সকলের কাছে 'গোলাপ সুন্দরী'। 'কথা কম, কাজ বেশি'- এই মন্ত্রেই বিশ্বাসী তিনি। তাই এবার মরশুমের শুরুতেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাতে তুলে নিয়েছেন নতুন প্রকল্প, চলতি বছরে ৫০ হাজার গাছ লাগাবেন। শুধু নিজে নয়, সাধারণ মানুষের হাতেও তুলে দেবেন চারা। রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে এবার থেমেছেন বাঁকুড়ার ইন্দাসের আকুই গ্রামে। গ্রামের পথে পথে হাঁটছেন। পথচলতি মানুষ, দোকানদার, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী যাকেই দেখছেন হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন একটি করে চারাগাছ। আর চারা দেওয়ার ফাঁকেই চলছে তাঁর চেনা প্রচার। 'রক্তদান করুন', 'বাল্যবিবাহ রুখুন', 'শিশুদের মোবাইল থেকে দূরে রাখুন'

'সাপে কামড়ালে ভয় নয়, সোজা হাসপাতাল'। আর এবার নতুন করে যোগ হয়েছে- 'গাছ লাগান, পৃথিবী বাঁচান'। গ্রামের মানুষও অবাক হয়ে দেখ ছে। কেউ চারা নিচ্ছে, কেউ ছবি তুলছে, কেউ আবার তাঁর বার্তা শুনে মাথা নাড়ছে।

চণ্ডীতলায় আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ-সহ ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাইক ও মোটর ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ। গুরুতর জখম বাইকের তিন আরোহী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চণ্ডীতলা থানার পুলিশ। কিন্তু আহতদের উদ্ধার করতে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ পুলিশের। আহতদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং কর্তুজ উদ্ধার হয়। ঘটনায় তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে হুগলির চণ্ডীতলার বনমালীপুর এলাকার সিঙ্গুর রোডের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সঞ্জিত দাস, সুরজিৎ দাস এবং কৃষ্ণেন্দু দাস। তিনজনেই সিঙ্গুর থানা এলাকার বাসিন্দা। এ দিন কৃষ্ণেন্দুর কাছ থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে চেয়ে শ্রীরামপুর আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

সেপটিক ট্যাঙ্কের কাজে নেমে মৃত বাবা-ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের গুয়াডাঙ্গা গ্রামে নির্মীয়মান আবাস যোজনার পাকা বাড়ির বাথরুমের চেম্বারে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু বাবা ছেলের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে আরও একজন। মৃত বাবার নাম সুনীল পণ্ডিত (৫৯) এবং তাঁর ছেলে লক্ষ্মণ পণ্ডিত (৩২)। পরিবারের দুই পুরুষ সদস্যের মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বেলা বারোটা নাগাদ বাথরুমের সেপটিক ট্যাংক এর স্ল্যাব খুলে কাজ করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা সুনীল পণ্ডিত ও লক্ষ্মণ পণ্ডিতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরজনের চিকিৎসা চলছে।

বিজেপির উদ্যোগে ইন্দাসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের খড়শী হাই স্কুল প্রাঙ্গণে আকুই ২ নম্বর অঞ্চলের বিজেপির উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে আয়োজিত এই শিবিরে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন এলাকার বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা। শিবিরের উদ্বোধন করেন ইন্দাস বিধানসভার বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্রদাস অধিকারী, পূর্ণেন্দু মুখার্জি, গৌতম বেড়া, মিলন মাঝি, উৎপল ঘোষ, কৌশিক চ্যাটার্জী-সহ এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর রক্তদান কর্মসূচি শুরু হয়। আয়োজকদের দাবি, এদিন শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের জন্য টিফিন, শংসাপত্র এবং মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়। সংগৃহীত রক্ত বর্ধমান ট্রেডার্স ব্লাড ব্যাংকের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দু'হাতে পিস্তল এবং লক্ষ্যভেদ, আসানসোলে অন্যরূপে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পিস্তল হাতে রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল! প্রথমে দুই হাতে পিস্তল ধরে নিশানা ঠিক করলেন, পরে এক হাতে ওই পিস্তল ধরে লক্ষ্যে শুট করলেন।

তবে এই শুট কোন হিংসাত্মক কাজের জন্য নয়। আসল ঘটনা হলো।

রবিবার সকালে আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত রাইফেল ক্লাব চাঁদমারি প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মান জ্ঞাপন করা হয় রাজ্যের পুর ও নগরন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলকে। ক্লাব চত্বর ঘুরে দেখার পাশাপাশি এদিন পিস্তল হাতে লক্ষ্যভেদ করতে দেখা যায় মন্ত্রীকে।

পিস্তল চালানোর পর তিনি বলেন, পিস্তল নিয়ে তাঁর মনে কিছুটা ভয় কাজ করলেও বিষয়টি তাঁর অত্যন্ত পছন্দের এবং নারীদের এই ভূমিকায় দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। মন্ত্রী আরও বলেন, '২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে মহিলাদের দশ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতে মনু ভাকের ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন।' এর সঙ্গে তিনি জানান, 'দুর্গা বাহিনী'র মহিলারা যখন পিঙ্ক জ্যাকেট পরে স্কুটার বা মোটরবাইক চালান, তখন তা অত্যন্ত গর্বের অনুভূতি তৈরি করে। মন্ত্রী এও বলেন, 'সুযোগ পেলে মহিলারা যেকোনও ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়েও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন।' নারীদের একাগ্রতা ও দৃঢ় সংকল্পের কথা উল্লেখ করে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'নারীরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে মহিলারা শুটিং বিভাগে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে।'

বর্ষায় পার্থেনিয়ামের দাপট, আরামবাগ জুড়ে সাপের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্ষা এলেই আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তার দু'ধারে গজিয়ে ওঠে ব্যানা গাছ ও পার্থেনিয়ামের জঙ্গল। বিশেষ করে খানাকুল, আরামবাগ, পুরশুড়া-সহ নদীবাঁধ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় এই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু গ্রামাঞ্চলই নয়, আরামবাগ শহরের একাধিক ওয়ার্ডেও পার্থেনিয়াম গাছ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন সাপের উপদ্রব বাড়ছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয়দের বক্তব্য, বর্ষার কয়েক দিনের মধ্যেই রাস্তার দু'ধারে আগাছার জঙ্গল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ব্যানা গাছের ঘন ঝোপে বিষধর সাপ আশ্রয় নেওয়ায় পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে চাষের কাজে মাঠে যাওয়া কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যার পর বা ভোরের দিকে এই রাস্তাগুলি দিয়ে চলাচল করাও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। অন্যদিকে পার্থেনিয়াম গাছকে ঘিরে উদ্বেগ আরও বেশি। চিকিৎসকদের মতে, এই আগাছার সংস্পর্শে এলে অনেকের ত্বকে অ্যালার্জি, চুলকানি, চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানির সমস্যা ও চোখে জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে। ফলে শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন। খানাকুলের বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ দোলুই বলেন, 'বর্ষা শুরু হলেই রাস্তার ধারে ব্যানা গাছের জঙ্গল তৈরি হয়। সেই জঙ্গলে সাপ লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরা বা সকালে কাজে বেরোনো খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। কয়েক জায়গায় ইতিমধ্যেই সাপ দেখা গেছে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই আগাছা পরিষ্কার করা।' যদিও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, খানাকুল বিধানসভার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত ইতিমধ্যেই রাস্তার ধারের ব্যানা ও পার্থেনিয়াম গাছ নির্মূলের কাজে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার ভিআরপি (ভিলেজ রিসোর্স পার্সন)-দের নিয়োগ করে আগাছা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় জঙ্গল কেটে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজও চলছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, বিচ্ছিন্নভাবে নয়, আরামবাগ মহকুমার সমস্ত গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে এই দুই ক্ষতিকর আগাছা নির্মূল করতে হবে। সব মিলিয়ে বাসিন্দাদের আশা, প্রশাসন দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে একদিকে যেমন সাপের উপদ্রব কমবে, অন্যদিকে, স্বাস্থ্যঝুঁকিও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

SBI এসবিআই রাধানগর এডিবি শাখা (০৫৬৮১)
শচীন সেন রোড, জেলা- নদিয়া, পিন, ৭৪১১০৩
ইমেল- sbi.05681@sbi.co.in

সংশোধনী

'**একদিন**' পত্রিকার ০৬.০৭.২০২৬ সংস্করণে প্রকাশিত ভেহিকেল ফর অকশন নোটিশ এর নিয়ম এবং শর্তাদির ক্ষেত্রে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে, **পার্কিং চার্জেস** (পয়েন্ট নং ঘ) অনিচ্ছাকৃতভাবে ভ্রান্তির কারণে সংযোজিত হয়েছে এবং গাড়ি পরিদর্শনের স্থান 'সুরজ মোটরস পার্কিং' এর পরিবর্তে '**সূর্য মোটরস পার্কিং**' পড়তে হবে। অবশিষ্ট অংশ অপরিবর্তিত থাকছে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

সরকারি নথি বিকৃত-জালিয়াতি, পুরুলিয়া ধৃত তিন তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা সুজয় ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার রাতে গ্রামের বাড়ি লাখরা থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুঞ্চা থানার পুলিশ। এছাড়াও গ্রেপ্তার করা হয় তাঁর ভাইপো কৃপাসিন্ধু ব্যানার্জী ওরফে ধরম ব্যানার্জি এবং চরণ পাহাড়ি দাসকেও। তাঁরা যথাক্রমে পুঞ্চা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি এবং পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। সহ-সভাধিপতির নির্দেশেই পুঞ্চা ব্লকের বিভিন্ন সরকারি নথি বিকৃত করার অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগেই তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করেছিল পুঞ্চা থানার পুলিশ। ধৃতদের রবিবার পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে তাদের দু'দিনের পুলিশ হেপাজত হয়। পুঞ্চা থানার পুলিশ গভীর রাতে তাদের বাড়ি লাখরা গ্রাম থেকে কাকা-ভাইপো দু'জনকেই গ্রেপ্তার করে, অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চরণপাহাড়ি দাসকে পাঁড়ুই গ্রাম থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ চলতি মাসের গত ৭ জুলাই রাত সাড়ে ন'টার পর সুজয় ব্যানার্জীর নির্দেশে কৃপাসিন্ধু ব্যানার্জি ও চরণপাহাড়ি দাস এই দুই ব্যক্তি ব্লক অফিসে ঢুকে অন্নপূর্ণা ভান্ডার-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের নথি বিকৃত করার চেষ্টা করছিল। সেই সময় বিজেপি কর্মীরা তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। সে দিনই পুঞ্চা বিডিও লিখিতভাবে অভিযোগ করেন, উক্ত ব্যক্তিরা অনাধিকার প্রবেশ করেছিলেন ব্লক অফিসে। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় কৃপাসিন্ধু ও চরণ পাহাড়ি দাস। পরের দিন পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে তাদের জামিন মঞ্জুর হয়। আর সেদিনই বিজেপির পক্ষ থেকেও একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাতে গ্রেপ্তার হন তৃণমূলের এই তাবড় নেতা-সহ তার ভাইপো এবং একজন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে কয়লা পাচারকাণ্ডে ইডির সদর দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিলেন তৃণমূলের নেতা সুজয় ব্যানার্জী। তিনি ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া বিধানসভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থীও ছিলেন। এদিন ওই নেতাকে ইফতারের খবরের পরেই যারা রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য আদালতে বিশাল পুলিশ বাহিনীর মোতায়েন করা ছিল।

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas

NIT

Tender No.: KDHM/02/WS/26-27, E-Tender ID: 2026_MAD_1031930_1 Categories of Work: AMC of Water Cooler cum Purifier Machine Last date of Submission of Tender 21.07.2026. Details of notice can be seen at: www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Khardah Municipality

PASCHIM KHILKAPUR GRAM PANCHAYAT
Moynagodi, P.S.-Duttapukur, 24 Parganas

TENDER NOTICE

NIT has been invited by the Prodhan, Paschim Khilkapur Gram Panchayat under Barasat-1 Panchayat Samity, 24 Pgs. (N) vide **NIT No.: 01/PKGP/2026-27 (15h CFC Tied) Dated: 17.06.2026, NIT No.: 02/PKGP/2026-27 (15th CFC Untied) Dated: 09.07.2026.** Details follow the website: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Paschim Khilkapur Gram Panchayat, Barasat-1 Block

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN : L36900WB1952PLC020274
রেজি. অফিস : গদরেজ জেনেসিস, অফিস নং ১৪০৪, ১৫তম তল, সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : +৯১ ০৩৩ ৪০৫২ ৬০০০
ইমেল : uchakravarty@wpil.co.in ওয়েবসাইট : www.wpil.co.in

৭২তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রেকর্ড ডেট এর নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, বাহাত্তরতম বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার ৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং বা আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান মোতাবেক এবং তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার সমূহ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটিশ মোতাবেক অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এর ধারা ৯১ সংস্থান এবং তৎসহ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২(১), উল্লেখ্য নোটিশ তারিখ ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, রেকর্ড ডেট ধার্য হয়েছে ৩১ জুলাই ২০২৬ শুক্রবার, শেয়ারহোল্ডারগণকে ৩১ মার্চ ২০২৬ তারখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের জন্য ডিভিডেন্ড প্রদান এবং ৭২তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য। আরও অবগত করা হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার ০১ আগস্ট ২০২৬ থেকে শুক্রবার ০৭ আগস্ট ২০২৬ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

যে সকল সদস্য কোম্পানির শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে ধারণ করেন বা কোম্পানির নিকট যাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত নেই তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বা ই-ভোটিংয়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন সভায় নিম্নোক্ত নিয়ম অধীনে ৭২তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের সেরিয়াটিম ২২ এবং ২৩ অনুযায়ী।

যে সকল সদস্য কোম্পানির নিকট তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তারা ৭২তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে সেরিয়াটিম ২২ প্রক্রিয়াধীনে কোম্পানিতে নথিভুক্ত করতে পারবেন।

সদস্যগণ সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (ইসিএস) মাধ্যমে বা অন্য মাধ্যমে ডিভিডেন্ড পাওয়ার জন্য মতামত দিতে পারেন ৭২তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের সেরিয়াটিম ৯ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.wpil.co.in/investor-lounge/agm/** এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **http:/www.bseindia.com** থেকে পেতে পারেন।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.০৭.২০২৬

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজি. অফিস: ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429
ফোন: ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২৪২ ৯৪৫৪, ২২১৩ ৫১২১;
ওয়েবসাইট: www.kesocorp.com; ইমেল : corporate@kesoram.net

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি - ১০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ('**কোম্পানি**')-এর ১০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('**এজিএম**') ১৮ আগস্ট, ২০২৬, মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ('**ভিসি**') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ('**ওএভিএম**')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এবং সেই সাথে '**এমসিএ ও সেবি সার্কুলার**'-এর প্রাসঙ্গিক বিধান মেনে আয়োজন করা হচ্ছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়সমূহ বা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') কর্তৃক ভিসি/ওএভিএম সুবিধা প্রদান করা হবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির ই-কপি এবং কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া, স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর; অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড ('বিএসই') এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('এনএসই');ওয়েবসাইটের সংশ্লিষ্ট বিভাগেও যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাবে।

সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন; এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কোম্পানি কর্তৃক এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের 'কোম্পানি আইন, ২০১৩'-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী সভার কোরাম গণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেইসব সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিক উপায়ে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('রেজিস্ট্রার/আরটিএ')/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি')-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।

যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল বা ভৌত আকারে রয়েছে এবং যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা আরটিএ অর্থাৎ এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লি.-এর mcssta@rediffmail.com ঠিকানায় ই-মেইল পাঠান। ই-মেইলে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি উল্লেখ করতে হবে এবং তা ১১ আগস্ট, ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেল ৫টার (আইএসটি) মধ্যে পাঠাতে হবে, যাতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যায়। যেসব সদস্যের শেয়ার ডিম্যাট আকারে রয়েছে, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা তাদের ডিপি-র কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদ করে নেন। পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগ এবং এমসিএ-এর নির্দেশিকা বা সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি সদস্যদের কাছে ১০৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো মুদ্রিত বা ভৌত অনুলিপি পাঠাবে না। তবে, কোনো সদস্যের অনুরোধ সাপেক্ষে বিষয়টি বিবেচনা করে তা সরবরাহ করা যেতে পারে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮, তৎসংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং সেবি (এলওডিআর) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে এনএসডিএল-এর মাধ্যমে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ১৪ আগস্ট, ২০২৬, শুক্রবার সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ১৭ আগস্ট, ২০২৬, সোমবার বিকেল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এছাড়া, সভা চলাকালীন সময়েও ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হবে। এজিএম-এর আগে বা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকবে। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, শ্রীমতী ঋতু বাজাজ-কে (সিপি রেজিস্ট্রেশন নং ১১৯৩৩) 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের জন্য এনএসডিএল-এর 'রিমোট ই-ভোটিং' সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে বা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

তারিখ : ১০ জুলাই, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
পি. রাধাকৃষ্ণন
পুরা সময়ের ডিরেক্টর এবং সিইও

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০ ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩ ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪)'-এর বিধানাবলি এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর ৯ নং বিধির সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি-নোটিশ জারি করা হয়েছিল। উক্ত নোটিশে সংশ্লিষ্টদের নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ৯ নং বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা যাবে না; এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেনে '**স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**'-র পাওনা অর্থ ও তার ওপর প্রযোজ্য সুদের দাবির (চার্জ) আওতাভুক্ত থাকবে।
বন্ধকী সম্পত্তি বা সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স জয় দাদা পরিবহন প্রা লি** ৩, অকল্যান্ড প্লেস, ৯মতল, স্যুট -৮বি, কলকাতা- ৭০০০১৭। **ব্যক্তিগত জামিনদাতা : ১) শ্রী সন্দীপ দায়মা** পিতা রাম অবতার দায়মা, ফ্ল্যাট নং ১০১ এবং ১০২,সরস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট, ১৭৭ জি টি রোড, হাওড়া - ৭১১১০৬। **২) শ্রী বলাই সাহা** পিতা শ্রী মহেন্দ্র কুমার সাহা, বি-৬০, চারু চন্দ্র প্লেস, (পূর্ব)। কলকাতা - ৭০০০৩৩। **কর্পোরেট জামিনদাতা : ১) মেসার্স অক্ষয় ফেরো অ্যালয় (প্রা) লি** ৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ১০মতল, রুম নং ৯০৬, কলকাতা - ৭০০০০১। **২) মেসার্স মেদি ড্রিপস ক্যারিয়ার্স প্রা লি** ৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ৯মতল, রুম নং ৮১৮, কলকাতা - ৭০০০০১। **৩) মেসার্স জয় দাদা মুভার্স প্রা লি** ৩ অকল্যান্ড প্লেস, ৯মতল, স্যুট -৮বি, কলকাতা- ৭০০০১৭। **লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৩৩৩৩৪৬৯৫৪২১** (সুবিধার ধরন-ক্যাশ ক্রেডিট), ৩৩৩৩৪৬৩৫১৬৫। ৩৩৩৩৪৪৩১৭৯৫ (টার্ম লোন)।	**সম্পত্তির মালিক : (সম্পত্তি শ্রী সন্দীপ দায়মা এর নামে)** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত এন এ জমি সার্ভে নং -৫৬, হিস্যা নং : -৫সি,এরিয়া - ৪৬০০ বর্গ মিটার, অ্যাসেসমেন্ট - ০-৫৬, অবস্থিত গ্রাম : বোরিওয়ালি,তালুক ভিওয়ান্দি, সাব ডিভিশন ভিওয়ান্দি, ডিভিশন এবং জেলা : থানে, গ্রাম পঞ্চায়েত ভিওয়ান্দি অধীন, এবং পঞ্চায়েত সমিতি ভিওয়ান্দি এবং অ্যাসুয়েন্স অব সাব রেজিস্ট্রার-ভিওয়ান্দি উল্লেখ্য দলিল নং (পাবতি নং) : -৪৫৩০-২৩.০৭.২০০৯ বাবান্দ ১-০৪৫২৯-২০০৯ সালের। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : অধিকার নথি অনুযায়ী, পশ্চিমে : অধিকার নথি অনুযায়ী। দক্ষিণে : অধিকার নথি অনুযায়ী। উত্তরে : অধিকার নথি অনুযায়ী।	১) ১৩.০২.২০২৪ ২) ০৮.০৭.২০২৬ ৩) ৪১,২৯,৪৮,৫৫৩.০০ টাকা **(একচল্লিশ কোটি উনত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ তিপান্ন টাকা) টাকা ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ০১.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মেদি ড্রিপস ক্যারিয়ার্স প্রা লি** ৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ৯মতল, রুম নং ৮১৮, কলকাতা - ৭০০০০১। **ব্যক্তিগত জামিনদাতা : ১) শ্রী সন্দীপ দায়মা** পিতা রাম অবতার দায়মা, ফ্ল্যাট নং ১০১ এবং ১০২,সরস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট, ১৭৭ জি টি রোড, হাওড়া - ৭১১১০৬। **২) শ্রী বলাই সাহা** পিতা শ্রী মহেন্দ্র কুমার সাহা, বি-৬০, চারু চন্দ্র প্লেস, (পূর্ব)। কলকাতা - ৭০০০৩৩। **৩) শ্রী সাকেত দায়মা** পিতা রাম অবতার দায়মা, ফ্ল্যাট নং ১০১ এবং ১০২,সরস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট, ১৭৭ জি টি রোড, হাওড়া - ৭১১১০৬। **৪) শ্রী কৈলাশ কুমার কাঁকরা** ১১, ওয়াটকিনস লেন, ৭মতল, হাওড়া। **কর্পোরেট জামিনদাতা : মেসার্স জয় দাদা মুভার্স প্রা লি,** ৩ অকল্যান্ড প্লেস, ৯মতল, স্যুট -৮বি, কলকাতা- ৭০০০১৭। **লোন অ্যাকাউন্ট নং :** ১০,৪৩,৯৮,১১৪.৪১ টাকা (ক্যাশ ক্রেডিট), ১০,৬৩,৮২,৮২৮.০০ টাকা (টার্ম লোন), ৮৮,৫৯,১৭৩.০০ টাকা (কর্পোরেট লোন)।	**সম্পত্তির মালিক : (সম্পত্তি মেদি ড্রিপস ক্যারিয়ার প্রা লি এর নামে)** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত এন এ জমি সার্ভে নং -৫৬, হিস্যা নং : -৫বি, এরিয়া - ৪৫০০ বর্গ মিটার, অ্যাসেসমেন্ট - ০-৬২, অবস্থিত গ্রাম : বোরিওয়ালি,তালুক ভিওয়ান্দি, সাব ডিভিশন ভিওয়ান্দি, ডিভিশন এবং জেলা : থানে, গ্রাম পঞ্চায়েত ভিওয়ান্দি অধীন, এবং পঞ্চায়েত সমিতি ভিওয়ান্দি এবং অ্যাসুয়েন্স অব সাব রেজিস্ট্রার-ভিওয়ান্দি উল্লেখ্য দলিল নং (পাবতি নং) : -৪৫৩১-তারিখ ২৩.০৭.২০০৯ বাবান্দ ১-০৪৫৩০-২০০৯ সালের। সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে : অধিকার নথি অনুযায়ী, পশ্চিমে : অধিকার নথি অনুযায়ী। দক্ষিণে : অধিকার নথি অনুযায়ী। উত্তরে : অধিকার নথি অনুযায়ী।	১) ১৫.০৯.২০১২ ২) ০৮.০৭.২০২৬ ৩) ২১,৯৬,৪০,১১৫.৪১ টাকা **(একুশ কোটি ছিয়ানব্বই লাখ চল্লিশ হাজার একশ পনের টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) টাকা ৩১.০৫.২০১২ অনুযায়ী** এবং ০১.০৬.২০১২ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য - ১৩(৪) ধারা অধীনে ১৩.১২.২০১২ তারিখে ইস্যুকৃত পূর্বের নোটিশ প্রযুক্তিগত কারণে প্রত্যাহার করা হল

তারিখ - ০৮.০৭.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি II, কলকাতা

বন্যার আশঙ্কায় আগাম পরিকল্পনা আরামবাগে

প্রস্তুত এনডিআরএফ ও ত্রাণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্ষা এলেই আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের মনে বন্যার আশঙ্কা ফিরে আসে। অতীতে একাধিকবার ভয়াবহ বন্যার জেরে আরামবাগ মহকুমার ছয়টি ব্লকই ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই চলতি বর্ষার আগে আগাম প্রস্তুতিতে জোর দিয়েছে আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বন্যা মোকাবিলা নিয়ে একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মহকুমা শাসকের পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিরা এবং আরামবাগ মহকুমার বিজেপির চারজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, স্পিডবোট ও প্রশিক্ষিত ডুবুরি দল

প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রতিটি ব্লকে সরকারি ত্রাণ শিবিরও তৈরি রাখা হয়েছে। এছাড়াও বর্ষাকালে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজনে প্রতিটি বিধায়কের হাতে প্রায় দুই হাজার করে ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। দ্বারকেশ্বর, মুন্ডেশ্বরী ও দামোদর নদীর বাঁধ সংস্কার ও মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে। বাঁধ আরও শক্তিশালী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কোথাও যাতে ত্রাণ বা উদ্ধার কাজে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।' প্রশাসনের দাবি, সব দপ্তরের সমন্বয়ে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলেও দ্রুত মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। সবমিলিয়ে বন্যা মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকায় আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন।

কেন্দায় খনির বিস্ফোরণে রাতারাতি উধাও পুকুরের জল!

খনি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দক্ষিণবঙ্গে টানা নিম্নচাপের বৃষ্টিতে যখন খাল-বিল, পুকুর-ডোবা উপচে পড়ছে, ঠিক সেই সময় খনি এলাকায় এক বিস্ফোরণের জেরে রাতারাতি প্রায় জলশূন্য হয়ে গেল একটি ভরা পুকুর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকাল থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জামুড়িয়ার কেন্দা এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগের তির এখন সরাসরি খনি কর্তৃপক্ষের দিকে। তাঁদের দাবি, খনিতে বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধি মানা হয়নি বলেই এই বিপর্যয় ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে কেন্দা ওপেন কাস্ট (খোলা মুখ) খনিতে বিস্ফোরণ চালানো হয়। রবিবার সকালে দেখা যায়, কেন্দা গ্রামের একটি পুকুরের প্রায় সমস্ত জল খনি এলাকার দিকে নেমে গিয়ে পুকুরটি কার্যত জলশূন্য হয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিস্ফোরণের তীব্র কম্পণে পুকুরের বাঁধের একাংশ ভেঙে যায়। সেই ভাঙা অংশ দিয়েই অল্প সময়ের মধ্যে পুকুরের জল খনির দিকে চলে যায়। বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে ভরাজলের একটি

পুকুর এভাবে রাতারাতি খালি হয়ে যাওয়ার ঘটনায় আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভও ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। স্থানীয়দের দাবি, ওই পুকুরের জল দীর্ঘদিন ধরে গৃহস্থালির কাজ, পশুপালন এবং বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হতো। খনি কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার খেসারত এখন সাধারণ মানুষকে দিতে হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, বিস্ফোরণের আগে কোনও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি, সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কেও এলাকাবাসীকে কিছু জানানো হয়নি। নিরাপত্তা বিধি মেনে বিস্ফোরণ হলে এমন ঘটনা ঘটত না বলেই দাবি তাঁদের। ঘটনার পর থেকেই খনি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর পুনরুদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ণ এবং ক্ষতিপূরণেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তবে অভিযোগের বিষয়ে খনি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

ডিএসপি-এএসপি সংযুক্তিকরণে উদ্বেগ

নতুন শ্রম আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডিএসপি) ও অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট (এএসপি)-এর সম্ভাব্য সংযুক্তিকরণ এবং কেন্দ্রের নতুন চারটি শ্রম আইন (লেবার কোড)-এর বিরুদ্ধে সরব হল আইএনটিইউসি অনুমোদিত হিন্দুস্তান স্টিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। রবিবার দুর্গাপুরে ইউনিয়নের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইএনটিইউসি-র সভাপতি কামরুজ্জামান কামার। সংগঠনের রাজ্য ও জাতীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রের শ্রমনীতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইউনিয়নের নেতারা জানান, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ডিএসপি ও এএসপির সংযুক্তিকরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁদের দাবি, দুই কারখানার যে আধুনিকীকরণ হওয়ার কথা ছিল, তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সম্প্রতি কেন্দ্রের ঘোষিত নতুন উন্নয়নমূলক স্কিমকে স্বাগত জানালেও, সংযুক্তিকরণের ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং কারখানার উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয়, সে বিষয়ে তারা নজর রাখবেন বলে জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে নতুন চারটি শ্রম আইন নিয়েও কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করা হয়। ইউনিয়নের অভিযোগ, পুরনো ২৯টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে নতুন লেবার কোড আনার ফলে শ্রমিকদের অধিকার ও আন্দোলনের পরিসর সংকুচিত করা হচ্ছে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটারও হুঁশিয়ারি দেন নেতৃত্ব।

রাজ্য সড়কে হাতির দলের তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শনিবার একটি হাতির দলের রাজ্য সড়ক আটকে দাপিয়ে বেড়ানোর ঘটনায় চন্দ্রকোনা রোডের নয়াবসত এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এদিন সাত সকালে চন্দ্রকোনা রোড থেকে গোয়ালতোড়গামী ব্যস্ত রাজ্য সড়কের ওপর আচমকাই উঠে আসে ১৫-১৬টি হাতির একটি দল। ব্যস্ত সময়ে রাস্তার ওপর হাতির দলকে দেখে সড়কের দু'দিকে দাঁড়িয়ে পড়ে সমস্ত যানবাহন। স্তব্ধ হয়ে যায় চলাচল। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, চন্দ্রকোনা রোডের রাজ্য সড়ক থেকে হাতিগুলি সরে গিয়ে বর্তমানে স্থানীয় ঘাগরার জঙ্গলে অবস্থান করছে। হাতিগুলিকে সরানোর জন্য বনদপ্তরের পক্ষ থেকে তৎপরতা শুরু হয়েছে। যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বনদপ্তর আশেপাশের এলাকাগুলোতে সতর্কতা জারি করেছে। সেই সঙ্গে হাতির দলকে কেউ যেন কোনওভাবেই বিরক্ত না করে সেজন্য স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের উদ্দেশ্যে বন বিভাগের তরফে বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে।

সম্পত্তি হাতাতে দাদাকে মারধর, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সম্পত্তি হাতাতে দাদাকে মারধর করে ভিটে ছাড়া করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতা ভাইয়ের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, ব্যবসায়িক খাতে প্রায় এক কোটি টাকা প্রতারণা করেছে ওই তৃণমূল নেতা তথা ভাই আজিমুল হক। ঘটনাটি ঘটেছে বৈষ্ণবনগর থানার কুন্ডীরা এলাকায়। পুরো ঘটনাটি নিয়ে বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ব্যবসায়ী জিয়াউল হক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , পৌঢ় জিয়াউলের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে। তাঁর পৈতৃক ভিটে মালদার বৈষ্ণবনগর থানার কুন্ডীর এলাকায়। বর্তমানে তিনি একজন নার্ভের রোগী। জিয়াউলের অভিযোগ, তার ভাই আজিমুল হক ব্যবসা এবং সম্পত্তি মিলিয়ে প্রায় এক কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। বাবার অনুরোধে ২০১২ সালে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১ শতক জায়গার ওপর তার ভাইকে তিনি একটি গোডাউন তৈরি করে দিয়েছিলেন পাট এবং ভুট্টার ব্যবসা করার জন্য। পরবর্তীতে ঠিক হয় সেই টাকা এবং সম্পত্তির ভাগাভাগি টাকা সময়মতো মিটিয়ে দেওয়া হবে। অভিযোগ কিন্তু তা না করে তার ভাই প্রতারণা করে সমস্ত টাকা হাতিয়ে নেয়। শুধু তাই নয়, ব্যাবসা সূত্রে তাঁরই চেক বই চুরি করে এখন বিভিন্ন মামলায় তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া

হয়েছে। এখন সেই টাকা, সম্পত্তির দাবি এবং বাড়িতে থাকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি আনতে গেলে তাঁকে মারধর আক্রান্ত হতে হচ্ছে। তার ভাই তৃণমূল নেতা এবং এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাকে মারধর করছে। এমত অবস্থায় পুলিশ প্রশাসনের কাছে ন্যায্য দাবির আবেদন জানিয়েছেন জিয়াউল হক। যদি তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন জিয়াউলের ভাই তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা আজিমুল হক।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রক্তদানে পড়ুয়া ও সিভিক ভলান্টিয়াররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও কাঁকসার পানাগড় গ্রামে অবস্থিত একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রবিবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শিবিরের সূচনা করেন কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি এম ডি আশরাফুল ইসলাম, কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের সিভিক ভলান্টিয়াররা, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চেয়ারম্যান, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও আধিকারিকরা।

কলেজের আধিকারিক শুভদীপ সিং জানিয়েছেন, তারা প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানান কাজ করে থাকেন। তার মধ্যে হল রক্তদান শিবির, বৃক্ষ রোপন, সাফাই অভিযান। সেই মত এবছরও পানাগড় গ্রামে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। যেখানে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহের সাথে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়াও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের বেশ কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ার এদিন তাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরের স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তিনি জানিয়েছেন, এই রক্তদান শিবিরের মূল উদ্যোগ ছাত্র-ছাত্রীদের। তারই কলেজ কর্তৃপক্ষকে শিবির করার আবেদন জানান। এদিন এই শিবিরে প্রায় ৭০ জন রক্তদান করেন। সমস্ত দান করা রক্ত সংগ্রহ করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক।

ক্যানসার রোগী, নিঃস্ব মহিলার ১৩ বছরেও মেলেনি বার্ধক্যভাতা

বিশ্বজিৎ সরকার

পাত্রসায়ের: প্রায় দেড় দশক আগে বার্ধক্য ভাতার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন পাত্রসায়ের থানার অর্ন্তগত বিউর গ্রামের আরতি নন্দী। স্বামী গোপি নাথ নন্দী ছিলেন একজন সামান্য বাস ড্রাইভার। তবে তিনিও বয়সজনিত কারণে সেই কাজ থেকে অবসৃত। সামান্য জমিজমা এবং জমানো টাকা মেয়েদের বিয়ে দিতেই শেষ। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তার বার্ধক্য ভাতার মেলার কথা কিন্তু না, গত ১৩ বছরেও তার মেলেনি সেই ভাতা। যতবারই খোঁজখবর নিয়েছেন কোন সদুত্তর পাননি। ৭৩ বছরের আরতি নন্দী এখন ক্যানসারের রোগী। দীর্ঘদিন তাঁর চিকিৎসা চলেছে। অন্যদিকে রক্তের জটিল রোগেও আক্রান্ত। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা দ্রুত কমার দিকে। কখনো কখনো তা চার বা পাঁচে নেমে যায়। রক্ত নিতে যেতে হয় দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরে থাকেন এক মেয়ে। আপাতত সেখানেই সবরকম চিকিৎসা চলছে। এইরকম দুঃসময়েও মেলেনি সেই ভাতা। ভাতা মেলেনি তাঁর স্বামী গোপিনাথ নন্দীরও। দু'জনেরই প্রশ্ন তা হলে কি আর এই জন্মে ভাতা মেলবে না? এই রকম এক পরিবারে ভাতা না মেলায় পূর্বতন সরকারের ব্যর্থতার প্রশ্নই উঠছে। ক্ষমতায় এসেছে নতুন সরকার। এখন সেই আশায় নন্দী দম্পতি, তবে এব্যাপারে পাত্রসায়েরের বিডিও সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে ব্যাপারটি দেখবেন বলে আশা দিয়েছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান কি হবে এই নতুন সরকার আসায়, এখন সেটাই দেখার।

উদ্ধার ৩৫ লিটার বিদেশি ও চোলাই মদ, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বেআইনি মদের কারবারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালিয়ে ফের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। শনিবার থানা এলাকার একাধিক স্থানে বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১৫ লিটার বিদেশি মদ ও ২০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। একইসঙ্গে বেআইনি মদের ব্যবসার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং-এর নেতৃত্বে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশি ও চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে আটক করে পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

চলন্ত টোটো থেকে ঘন ধোঁয়ায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ব্যাটারিতে ত্রুটির আশঙ্কা, তৎপর চালক ও স্থানীয়দের উপস্থিত বুদ্ধিতে এড়াল সম্ভাব্য দুর্ঘটনা। ব্যস্ত রাস্তায় চলন্ত টোটো থেকে আচমকাই হু হু করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করায় মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল দুর্গাপুরের মামড়া বাজার এলাকায়। রবিবার জগন্নাথ মন্দিরের সামনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্গাপুরের বি-ওয়ান মোড় থেকে ফল বোঝাই করে এমএমসি-র উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল টোটোটি। পথেই হঠাৎ গাড়ির ব্যাটারি অংশ থেকে ঘন ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। বিষয়টি বুঝতে পেরে এক মুহূর্তও দেরি না করে টোটোচালক রাস্তার ধারে গাড়িটি থামিয়ে নিরাপদে নেমে পড়েন। ঘটনা নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা ছুটে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কায় দ্রুত টোটোর চারপাশ খালি করে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট অথবা ব্যাটারির প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরেই ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাঁকসায় ফের তৃণমূল-বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই দিনের পর দিন দল তৃণমূল ছাড়তে থাকে তৃণমূলের বিধায়ক সাংসদ-সহ উচ্চ নেতৃত্ব। অন্যদিকে, পিছিয়ে নেই নিচু তলার কর্মীরা ও সমর্থকরা। ইতিমধ্যেই কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক কংগ্রেসে যোগদান করে। এবার সেই ধারাবাহিক বজায় রেখে ফের কংগ্রেসে যোগদান করল ৪ জন। এদের মধ্যে একজন আমলাজোড়া এলাকার বিজেপি সমর্থক ও একজন মোল্লাপাড়ার তৃণমল কর্মী ও বাকিরা কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কংগ্রেসে যোগদান করে। আসন্ন ২১শে জুলাই কলকাতায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহিদ দিবস পালন করা হবে। সেই শহিদ দিবস সফল করতে রবিবার বিকালে পানাগড় বাজারে চৌমাথা মোড়ে কাঁকসা ব্লক

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই পথসভায় এদিন তৃণমূল ও বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব ব্যানার্জি ও জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ বিশ্বাস ও ব্লক নেতৃত্ব তাদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন। কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব ব্যানার্জি জানিয়েছন,আগামী ২১শে জুলাই কলকাতায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে শহিদ দিবস পালন হবে। সেই শহিদ দিবস সফল করতেই এদিন তারা একটি পথ সভা করেন। সেই পথ সভায় ৪ জন কংগ্রেসে যোগদান করেছে। আগামী দিনে কংগ্রেস যে কোনও নির্বাচনে ভালো ফল করবে বলে তাঁর দাবি।

তেপান্তরে সমাপ্ত 'বঙ্গ নাট্য রঙ্গ' জাতীয় নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বোলপুর নৃত্যনিকেতন ড্যান্স গ্রুপ এন্ড স্কুলের আয়োজনে এবং ভারত সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ৮ থেকে ১০ই জুলাই তেপান্তর নাট্যগ্রামে অনুষ্ঠিত হল ন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল 'বঙ্গ নাট্য রঙ্গ উৎসব ২০২৬'। সহযোগিতায় এবং আমরা, ইলোরা, থিয়েটার ওয়ার্কার্স রেপার্টরি ও অক্ষয়গুনা। জাতীয় নাট্যোৎসবের সূচনা হয় বাদ্যযন্ত্রের আবহের মধ্য দিয়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাট্যগুরু প্রবীর গুহ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন নাট্য অধ্যাপক তারক সেনগুপ্ত, আসাম 'অভিনব থিয়েটার' গ্রুপের কর্ণধার দয়াল কৃষ্ণ নাথ, 'এবং আমরা' নাট্য দলের নাট্যকার কল্লোল ভট্টাচার্য, পিন্ডিরা 'ইলোরা' নাট্য দলের কর্ণধার মলয় ঘোষ, প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের নাট্য নির্দেশক মৃণালজিৎ গোস্বামী ও বোলপুর নৃত্যনিকেতন ড্যান্স গ্রুপ এন্ড স্কুলের নাট্যকার অভিষেক দত্ত। 'প্রবীর ধারা বহে অনিবার' নাট্য সম্বর্ধনায় নাট্যগুরু প্রবীর গুহ সম্বর্ধিত করেন ছাত্র তথা

নাট্য নির্দেশক এবং সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার প্রাপক কল্লোল ভট্টাচার্য, নাট্য শিল্পী রুমা সেন ও নাট্যকার ও নাট্য নির্দেশক তপন দাসকে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন নাট্য অধ্যাপক নাট্য সম্মাননা জানান, দয়াল কৃষ্ণ নাথ, মলয় ঘোষ ও মৃণালজিৎ গোস্বামী প্রমূখ নাট্যব্যক্তিকে। প্রথম নাটক শুরু হয় আসাম থেকে আগত দয়াল কৃষ্ণ নাথের অভিনব থিয়েটার গ্রুপের 'স্বদেশ' নাটকের মধ্য দিয়ে এবং শেষ নাটক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদিনী নাট্য অঙ্গনের প্রবীর গুহ নির্দেশিত 'হ্যালো ম্যাকবেথ' নাটকের মঞ্চায়ন দিয়ে। জাতীয় নাট্যোৎসবের দ্বিতীয়দিন বিকালে 'নাটক কেন করবে? নাটক পড়াশোনাতে কিভাবে উপকার হয়' এই বিষয়ে সেমিনারে প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন নাট্যগুরু প্রবীর গুহ, উড়িষ্যার নাট্যচেতনা দলের নাট্যকার সুবোধ পট্টনায়েক, নাট্য নির্দেশক অলকেশ সামন্ত, নাট্যাভিনেত্রী সুজাতা প্রিয়ংবদা (ওড়িশা), স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমন্বয় ব্যানার্জি। এই সেমিনারে নাট্যোৎসবের যে উদ্দেশ্য 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' তা আবারও প্রমাণিত হয়। হলদিয়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও কলকাতার প্রায় ১০০ জন নাট্য ছাত্র-ছাত্রী প্রকৃতির খোলা প্রান্তরে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। এরপর সন্ধ্যায় পশ্চিম বর্ধমানের সাতকাহনীয়ায় তেপান্তর নাট্য গ্রামে মঞ্চস্থ হয় আয়োজক সংস্থা বোলপুর নৃত্যনিকেতন ড্যান্স গ্রুপ এন্ড স্কুলের নাট্যকার ও নির্দেশক অভিষেক দত্তের 'টুরু লাভ' নাটক, হলদিয়া থেকে দুর্গাচক নাট্য দরিয়া দলের নাট্য অধ্যাপক ড সৌমিত্র বসু রচিত ও অলকেশ সামন্ত নির্দেশিত 'আয়না' নাটক ও কলকাতার অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার দলের নাট্যকার প্রবীর গুহ নির্দেশিত 'হাড় হাভাতের রোজনামচা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। বঙ্গ নাট্য রঙ্গ উৎসবের শেষ দিনে বোলপুর নৃত্যনিকেতন ড্যান্স গ্রুপ এন্ড স্কুলের ড ওম প্রকাশ ভারতীর রচিত ও নির্দেশিত 'হাতি বন্ধু' নাটক, ওড়িশার নাট্য চেতনা দলের নাট্যকার সুবোধ পাট্টনায়েক রচিত ও সুজাতা প্রিয়ংবদা নির্দেশিত 'রেবতি, এবতি, সেবতি' নাটক ও পশ্চিম বর্ধমানের এবং আমরা নাট্য দলের কল্লোল ভট্টাচার্যের রচিত ও নির্দেশিত 'একটি ভালোবাসার গল্প' নাটক মঞ্চস্থ হয়ে শেষ হয় এই জাতীয় নাট্যোৎসব।

দেশে ফিরলেন মোদী, সফর ‘ঐতিহাসিক’ বলছে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই: ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ জিল্যান্ড- ছয় দিনের সফল সফর শেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নতুন দিল্লিতে ফিরে এসেছেন। শনিবার নিউ জিল্যান্ড সফর শেষে, অকল্যান্ড থেকে নতুন দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন তিনি। অকল্যান্ডে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন। ত্রিদেশীয় সফরের একেবারে শুরুতে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর তিনি যান অস্ট্রেলিয়া। শেষ পর্যায়ে তিনি পৌঁছন নিউ জিল্যান্ড। সফল সফর শেষে শনিবারই ভারতের উদ্দেশে রওনা হন। আর রবিবার দেশে ফিরেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ সফরকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করলেন বিজেপি নেতা তথা সাংসদ সম্বিত পাত্র। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র বলেছেন, ‘এই মাসের ১ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সেশেলস সফর করেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেশেলস সফরে কী লাভ হবে? এরপর ৬ তারিখে তাঁর পরবর্তী সফর শুরু হয় এবং তিনি ইন্দোনেশিয়া যান। ভারতে এমন কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা কেবল একপেশে বা বিশুদ্ধ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। আমাদের কিন্তু ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে; বিভিন্ন দেশের অবস্থান এবং তাদের সফরের মাধ্যমে কী কী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে; তা বোঝার জন্য আমাদের সব দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। সেশেলস ভারত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত, আর ইন্দোনেশিয়া রয়েছে এর পূর্ব প্রান্তে। সুতরাং, ভারত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই সফরটি ছিল একটি কৌশলগত জোট গঠনের প্রয়াস। একদিকে সেশেলস আর অন্য দিকে ইন্দোনেশিয়া; ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এই দুই প্রান্তকেই কাজে লাগাতে সফল হয়েছেন। ‘ইন্দো-প্যাসিফিক’ বা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়টি হয়তো সবার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে। প্রথমেই লক্ষ্য করুন, জাপানের শীর্ষ নেতা আমাদের দেশ সফর করেছেন। এরপর দেখা যায়, ইন্দোনেশিয়ার পর প্রধানমন্ত্রী প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল হয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং তারপর নিউ জিল্যান্ড সফর করেন। অর্থাৎ, বিন্যাসটি লক্ষ্য করুন, একদিকে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড; আর অন্যদিকে সেশেলস ও ইন্দোনেশিয়া। এই সফরগুলো এবং এর ফলে যে মতবিনিময় হয়েছে, তার মাধ্যমে ইন্দো-প্যাসিফিক ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে এক বিশাল সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে; এমন এক সেতু যা কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও আদর্শিক ক্ষেত্রকে যেমন স্পর্শ করেছে, তেমনই জনকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকেও ত্বরান্বিত করেছে।’

অকল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিদায় জানাচ্ছেন নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন।

বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তিনটি দেশ; ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফর করেছেন। এর আগে তিনি সেশেলসও সফর করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই জাপানের রাষ্ট্রপ্রধান ভারত সফর করেন। এর সামগ্রিক ফলাফল কী হল? ভারত কী পেল? আমি সহজ ভাষায় দশটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের কথা তুলে ধরব; ‘দশ কদম, দশ কা দম’। আসুন, প্রথমে সেই দশটি ধাপ বা বিষয়ের তালিকা দেখে নেওয়া যাক; ১. ভারত মহাসাগর ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত জোট। ২. প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা। ৩.গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সহযোগিতা। ৪. জ্বালানি নিরাপত্তা। ৫. অর্থনীতি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ফলাফল। ৬. প্রধানমন্ত্রীকে প্রদর্শিত বিশেষ সম্মান ও সৌজন্য। ৭. সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অংশীদারিত্ব। ৮. ডিজিটাল গণ-অবকাঠামো এবং শিক্ষা বিষয়ক অংশীদারিত্ব। ৯. খেলাধুলো। ১০. জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।’

আজ স্পেন থেকে ত্রিদেশীয় সফর শুরু পীযূষের, এফটিএ-সহ বাণিজ্য ও লগ্নি সহযোগিতায় জোর

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল ১৩ থেকে ১৭ জুলাই স্পেন, বেলজিয়াম এবং ফিনল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন। সফরকালে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ), বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিচ্ছন্ন শক্তি, উদীয়মান প্রযুক্তি এবং উন্নত উৎপাদন শিল্পে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন।

রবিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে, পীযূষ গয়ালের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের ভারতীয় শিল্প প্রতিনিধিদল এই সফরে অংশ নেবে। প্রতিনিধিদলে উন্নত উৎপাদন, পরিচ্ছন্ন শক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, রত্ন ও গয়না, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ডিজাইন শিল্পের শীর্ষ সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা থাকবেন। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করা এবং বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানোই এই সফরের মূল লক্ষ্য।

সফরের প্রথম পর্যায়ে ১৩ জুলাই স্পেনে পৌঁছে দেশটির প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থনীতি, বাণিজ্য ও ব্যবসা বিষয়ক মন্ত্রী কার্লোস কুয়ের্পো কাবায়েরো, শিল্প ও পর্যটনমন্ত্রী জর্দি হেরেউ বোহের এবং বিদেশমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বুয়েনোর সঙ্গে বৈঠক করবেন পীযূষ। পাশাপাশি ভারত-স্পেন বিজনেস রাউন্ডটেবিল বৈঠকেরও সভাপতিত্ব করবেন। স্পেনে অটোমোবাইল, নবায়নযোগ্য শক্তি, রেল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সেমিকন্ডাক্টর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হবে। ভারত-স্পেন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পালিত ‘স্পেন-ইন্ডিয়া ডুয়াল ইয়ার ২০২৬’-এর আবহেই এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

১৪ ও ১৫ জুলাই বেলজিয়ামে পীযূষ অ্যান্টওয়ার্প বন্দর এবং অ্যান্টওয়ার্প ওয়ার্ল্ড ডায়মন্ড সেন্টার পরিদর্শন করবেন। ইউরোপের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য ও লজিস্টিক্স কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত অ্যান্টওয়ার্প বন্দরে সবুজ লজিস্টিক্স, বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ে আলোচনা হবে। ডায়মন্ড সেন্টার সফর ভারতের রত্ন ও গয়না শিল্পের জন্য নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বেলজিয়াম সফরেই তিনি ভারত-ইইউ বাণিজ্য ও প্রযুক্তি পরিষদের (টিটিসি) তৃতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন। সেখানে বিনিয়োগ, বাণিজ্য সহজীকরণ, টেকসই প্রযুক্তি, ডিজিটাল সহযোগিতা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হবে।

পাশাপাশি ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় কাউন্সিল এবং বেলজিয়াম সরকারের শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক এবং ভারত-বেলজিয়াম বিজনেস রাউন্ডটেবিলেও অংশ নেবেন তিনি।

সফরের শেষ পর্যায়ে ১৬ ও ১৭ জুলাই ফিনল্যান্ডে যাবেন পীযূষ গোয়েল। ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত এই সফরে উদ্ভাবন, উন্নত উৎপাদন, পরিচ্ছন্ন শক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং শিল্প গবেষণায় সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হবে। তিনি ফিনল্যান্ডের অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রী ড. সাকারি পুইস্তোর সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং ভারত-ফিনল্যান্ড বিজনেস রাউন্ডটেবিলে অংশ নেবেন।

ফিনল্যান্ড সফরকালে ভারতীয় শিল্প কনফেডারেশন (সিআইআই) এবং বিজনেস ফিনল্যান্ডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হবে। এছাড়া নোকিয়া, ভিটিটি রিসার্চ সেন্টার, কোন কর্পোরেশন এবং কেম্পি গ্রুপ-সহ একাধিক শীর্ষ সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সফর করবেন তিনি। সেখানে টেলিকম পরিকাঠামো, ৬জি গবেষণা, স্মার্ট মোবিলিটি, বৈদ্যুতিক গাড়ির পরিকাঠামো, শিল্প উদ্ভাবন এবং উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি নিয়ে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হবে।

‘মিশন ফাইভ মিলিয়ন ট্রিজ’ কর্মসূচির উদ্বোধন শাহের, বৃক্ষরোপণ যোগীরও

আমদাবাদ ও লখনউ, ১২ জুলাই: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার গুজরাতের আমদাবাদে ‘মিশন ফাইভ মিলিয়ন ট্রিজ’ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করেছেন। এএমসি (আমদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন)-র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে এদিন সকালে আমদাবাদের সায়েন্স সিটি এলাকায় পৌঁছন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।

পরে অমিত শাহ বলেন, ‘রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, আমদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা; সকলেই এই উদ্যোগে অবদান রেখেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ১ কোটি ২৫ লক্ষ গাছ লাগানোর এই কর্মসূচিটি কেবল একটি স্লোগান থেকে প্রকৃত গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আজ প্রায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার নাগরিক তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় গাছ লাগাতে চলেছেন, যা এই কর্মসূচির প্রতি ব্যাপক জন-সাড়ারই প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘এক পেড় মা কে নাম’ (মায়ের নামে একটি গাছ)-এর মাধ্যমে ভারতকে আরও সবুজ করে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন।’

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও রবিবার সকালে ‘এক পেড় মা কে নাম’ কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষরোপণ করেন। এরপর তিনি গোরক্ষপুর জেলায় একটি জনসভায় ভাষণ দেন, যেখানে তিনি রাজ্যে ৩৫ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্যে ‘মহা বৃক্ষরোপণ ২০২৬’ কর্মসূচির সূচনা করেন। ’এক পেড় মা কে নাম’ কর্মসূচির আওতায় বিশাল বৃক্ষরোপণ অভিযানের সূচনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘এটি ধরিত্রী মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক মহতী উদ্যোগ। মাতা ধরিত্রী আমাদের সকলকে অনুকূল পরিবেশ ও অগ্রগতির সুযোগ প্রদান করেন। তিনি আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য ও ফলমূল উৎপাদন করেন। তিনি আমাদের পানের জন্য জল জোগান এবং আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন।’

ভারতজুড়ে ‘স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর’ অভিযান

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই: দেশের সমুদ্র উপকূল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আগামী ১০ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে ‘স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর’ অভিযান চালাবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কর্মসূচির প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. জিতেন্দ্র সিং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আরও সমন্বিত উদ্যোগের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, জনঅংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন দফতরের সহযোগিতাকে একত্রিত করে এই কর্মসূচিকে গণআন্দোলনের রূপ দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের সচিব এবং শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন ড. জিতেন্দ্র সিং। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় কুমার সুদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব অধ্যাপক উমেশ ভি. ওয়াঘমারে, জৈবপ্রযুক্তি দপ্তরের সচিব ড. রাজেশ এস. গোখলে এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা দপ্তর ও পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব ড. এন. কলাইসেলভি-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। বৈঠকে ‘স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর’ অভিযানের কৌশল ও প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই কর্মসূচিতে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, বৈজ্ঞানিক দপ্তরগুলিকে পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং একটি সমন্বিত ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করতে হবে। নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান, জ্ঞান ভাগাভাগি এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

বৈঠকে বিজ্ঞান মন্ত্রকগুলির জনসংযোগ কৌশলও পর্যালোচনা করা হয়। গত ১২ বছরে, বিশেষ করে বর্তমান সরকারের গত দুই বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যকে ভিডিও, তথ্যচিত্র, ডিজিটাল প্রচার, ইনফোগ্রাফিক্স এবং সাফল্যের কাহিনির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর (ডিএসটি) জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন (এএনআরএফ), জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন, জাতীয় আন্তঃবিভাগীয় সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেম মিশন-সহ একাধিক প্রকল্প নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। অন্যদিকে, সিএসআইআর জানিয়েছে, গত ১২ বছরের উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক সাফল্য নিয়ে একটি বিশেষ প্রকাশনা প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা এ বছর সিএসআইআর প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রকাশ করা হবে। জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর জনস্বাস্থ্য, জৈব-অর্থনীতি, জিনোমিক্স, কৃষি জৈবপ্রযুক্তি এবং স্টার্টআপ ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান তুলে ধরতে একাধিক প্রকাশনা এবং ‘ডিবিটি কুয়েস্ট’ জনঅংশগ্রহণমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে।

বৈঠকে সিএসআইআর, ইসরো, ডিএসটি, ডিবিটি, বার্ক-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ গবেষণা কর্মসূচি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নমূলক বৈজ্ঞানিক প্রকল্পগুলির অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি, জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশনের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, ভারতের বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো এখন এমন এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে গবেষণার উৎকর্ষ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং জনঅংশগ্রহণকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিজ্ঞানকে আরও সহজলভ্য, কার্যকর এবং উন্নয়নমুখী করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তাজ হোটেল ওড়ানোর হুমকি, তদন্তে পুলিশ

মুম্বই, ১২ জুলাই: মুম্বইয়ের তাজমহল প্যালেস হোটেল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! শনিবার গভীর রাত বারোটা নাগাদ নভি মুম্বই পুলিশকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়, তাজমহল প্যালেস হোটেল উড়িয়ে দেওয়া হবে। নভি মুম্বই পুলিশ তৎক্ষণাৎ মুম্বই পুলিশকে বিষয়টি জানায়।

এরপর মুম্বই পুলিশ পুরো তাজ হোটেলে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি চালায়। কে বা কারা এই ফোন করেছিল এবং কোথা থেকে তা করা হয়েছে, সে বিষয়ে মুম্বই পুলিশ তদন্ত করছে। মুম্বই পুলিশ সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত তাজমহল প্যালেস হোটেলে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এই হুমকিটি আসলে ভুয়ো। তবুও পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সবরকম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

স্বামীর গুলিতে প্রাণ গেল ভারতীয় বংশোদ্ভূত গুগল কর্তার, আহত ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেরিকার জর্জিয়ায় চাঞ্চল্যকর পারিবারিক হিংসার ঘটনায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত গুগলের শীর্ষ প্রযুক্তি কর্মকর্তা শীতল রেজিয়েন। স্বামীর গুলিতে নিহত হন তিনি। এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন তাঁদের ২৩ বছর বয়সি ছেলে জেসন রেজিয়েন।

অভিযুক্ত ৫৬ বছর বয়সি কার্ক বি রেজিয়েনকে মঙ্গলবার রাতে আটলান্টার কাছে কব কাউন্টিতে তাঁদের বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে কোনও জামিন ছাড়াই কব কাউন্টি প্রাপ্তবয়স্ক আটক কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় রাত ৮টার কিছু আগে জর্জিয়ার স্মিরনা শহরের একটি বাড়িতে গুলি চলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশকর্মীরা। সেখানে ৫৭ বছর বয়সি শীতল রেজিয়েনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাড়ির বাইরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ছেলে জেসন রেজিয়েনকে। জরুরি পরিষেবার কর্মীরা তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন।

কব কাউন্টি পুলিশ জানিয়েছে, কার্ক বি রেজিয়েনের বিরুদ্ধে গুরুতর খুনের ১টি, গুরুতর হামলার ২টি এবং অপরাধ সংঘটনের সময় আগ্নেয়াস্ত্র রাখার ২টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ এটিকে পারিবারিক হিংসার ঘটনা বলেই মনে করছে এবং জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের জন্য এই মুহূর্তে কোনও অতিরিক্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই। কী কারণে এই গুলির ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও জানানো হয়নি। জেসনের বর্তমান শারীরিক অবস্থার সম্পর্কেও কোনও নতুন তথ্য প্রকাশ করেনি প্রশাসন। ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনও পর্যন্ত আর কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি এবং হামলার সম্ভাব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কেও কিছু জানানো হয়নি।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রযুক্তি জগতে কাজের অভিজ্ঞতা ছিল শীতল রেজিয়েনের। গুগলে তিনি প্রকৌশল বিভাগের অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। এর আগে তিনি হোম ডিপো ডট কমে মোবাইল ও ডিজিটাল রূপান্তর প্রকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সংস্থার ডিজিটাল গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র ব্যবসা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কর্মজীবনে আবহাওয়া ও আর্থিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও একাধিক প্রযুক্তিগত নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

কৌশলগত নেতৃত্ব, সাংগঠনিক রূপান্তর, মোবাইল ও ওয়েব প্রযুক্তি, বিপণন প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন বাণিজ্যে ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা। ইংল্যান্ড, ভারত ও ঘানায় বেড়ে ওঠার পর তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞান পড়তে আমেরিকার জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে যান। পরে জর্জিয়ার আটলান্টায় স্বামী কার্ক রেজিয়েন এবং দুই সন্তান জেসন ও জেসিকার সঙ্গে বসবাস করতেন। শীতল রেজিয়েন দুটি সফটওয়্যার উদ্ভাবনের স্বীকৃত উদ্ভাবক ছিলেন। তিনি জর্জিয়া প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটিং কলেজের উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য এবং জর্জিয়া প্রযুক্তি প্রাক্তনী সমিতির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ময়দান

আধার যাচাইয়ে কড়াকড়ি, অনিশ্চয়তায় বাংলার একাধিক ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ক্রিকেটে আধার কার্ডকে ঘিরে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে বয়স ও ঠিকানা সংক্রান্ত অনিয়ম রুখতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবার নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া অনেক বেশি কঠোর করেছে। শুধুমাত্র আধার কার্ড জমা দিলেই আর দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না; এখন প্রতিটি ক্রিকেটারের আধার কার্ডের আপডেটের ইতিহাসও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই নতুন নিয়মের জেরেই বাংলার একাধিক ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল, বিভিন্ন রাজ্যের ক্রিকেটাররা নথিপত্রে পরিবর্তন এনে অন্য রাজ্যের হয়ে খেলছেন। বিশেষ করে স্থানীয় ঠিকানা দেখিয়ে বহিরাগত ক্রিকেটারদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর সেই সুযোগ অনেকটাই বন্ধ হতে চলেছে। ফলে যাঁদের নথিতে অতীতে কোনও সংশোধন করা হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।আগেই ভারতীয় অনূর্ধ্ব-২৩ দলের পেসার রবি কুমার এবং অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরের স্পিনার রোহিত যাদবের আধার কার্ডের তথ্য সংশোধন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন বাংলার সিনিয়র দলের সঙ্গে যুক্ত দুই স্পিনার রাহুল প্রসাদ ও বিশাল ভাটি। দু’জনেই বয়সভিত্তিক ক্রিকেট পেরিয়ে সিনিয়র দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন এবং গত মরশুমে নিয়মিত খেলেছেন। কিন্তু নতুন মরশুমে তাঁরা বাংলার জার্সি গায়ে মাঠে নামতে পারবেন কি না, তা এখনই নিশ্চিত নয়। এই অনিশ্চয়তার ছাপ পড়েছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পরিকল্পনাতেও।

ভবিষ্যতের বোলার তৈরির লক্ষ্যে শুরু হতে চলা ‘ভিশন ২০২৮’ প্রকল্পের ক্যাম্পে তাঁদের নাম রাখা হয়নি। সিনিয়র ও বয়সভিত্তিক ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজিত এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে রাহুল ও বিশালের অনুপস্থিতি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে নথি যাচাইয়ের বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। অবশ্য দুই ক্রিকেটারই জানিয়েছেন, তাঁরা প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র জমা দিয়েছেন। রাহুলের দাবি, তাঁর জন্মসালের একটি ভুল সংশোধন করা হয়েছে এবং সেই সংশোধনের সমর্থনে বৈধ নথি তাঁর কাছে রয়েছে। অন্য দিকে বিশাল জানিয়েছেন, তিনি শুধুমাত্র ঠিকানার পরিবর্তন করেছিলেন। তবুও বোর্ডের নতুন নির্দেশিকার কারণে তাঁদের নথি আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এত দিন ক্রিকেটারদের নিবন্ধনের সময় সাধারণত জন্মসনদ, অভিভাবকের ভোটার কার্ড, স্থানীয় আধার কার্ড এবং বিদ্যালয়ের নথি জমা দিলেই কাজ সম্পন্ন হত। কিন্তু এখন আধার কার্ডের পরিবর্তনের পূর্ণ ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে জন্মস্থান, জন্মতারিখ ও বর্তমান ঠিকানার তথ্য একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

রবিবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হল এই বছরের কলকাতা লিগের। উপস্থিত ছিলেন বাংলার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী ড ইন্দ্রনীল খাঁ, এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। এছাড়াও ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মেহতাব হোসেন, দীপঙ্কর রায়। তিন ইস্টবেঙ্গল প্রাক্তনীর হাত দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে উদ্বোধন হল লিগের। ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দেবব্রত সরকার, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ক্রীড়ামন্ত্রীর হাতে তাঁর নামাঙ্কিত ক্লাবের চিরাচরিত লাল হলুদ জার্সি তুলে দেয়। অনুষ্ঠান শেষে ক্রীড়ামন্ত্রী ভিআইপি বক্সে যাননি। গ্যালারিতে বসে দর্শকদের মাঝেই খেলা দেখলেন তিনি। এবছরের কলকাতা ফুটবল লিগ প্রখ্যাত খেলোয়াড় সাহু মেওয়ালালের নামে নামাঙ্কিত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহু মেওয়ালালের পুত্র। সেখানে এই প্রখ্যাত খেলোয়াড়ের নামে একটি স্ট্যাম্পের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ১৩ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

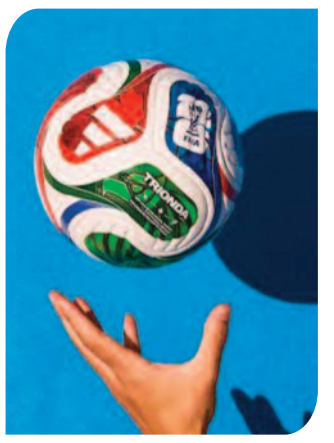

স্ক্রাব টাইফাস: একটি ভয়ানক মারণ রোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহর এবং বিভিন্ন জেলাতেও নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে স্ক্রাব টাইফাস। যদিও খুব নতুন নয় এই ভয়াবহ মারণ রোগটি। ১৮৮৯ সালে জাপানে সর্বপ্রথম এই রোগটি দেখা গিয়েছিল। রোগের কারণ এবং উপসর্গ জানা গেলেও ১৯২৯ সালের অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পূর্ববর্তী সময়ে এই রোগের কাছে একপ্রকার নিরুপায় ছিল মানুষ।ফলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই রোগে বহু সেনাবাহিনী আক্রান্ত হয় এবং প্রায় বিনা চিকিৎসায় তাদের মৃত্যু ঘটে। স্ক্রাব টাইফাস মূলত এশিয়া মহাদেশের জাপান, কোরিয়া,চিন ও ভারত এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে এনডেমিক রোগ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

যদিও জুন-জুলাই মাস থেকে শীতের শুরু অবধি এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি তবুও শীতের শুরুতেও এই রোগকে অবহেলা করা যাচ্ছে না। বরং অজানা জ্বর যেখানে রক্তের নমুনা পরীক্ষায় ডেঙ্গুর কোনো চিহ্ন নেই সেখানে স্ক্রাব টাইফাস কিনা তা সতর্ক ভাবে খেয়াল রাখতে হচ্ছে।

মূলত দেড় থেকে দুই বছরের শিশুদের এই রোগটি বেশি হতে দেখা যায়। বয়স্কদের ও এই রোগে আক্রান্ত হ ওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যালেরিয়ার পরবর্তী দ্বিতীয় প্রাণঘাতী পতঙ্গ বাহিত রোগ এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবিভক্ত ভারতের বাংলা ও আসাম অঞ্চলে এই জ্বর ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়েছিল।

এই রোগের একমাত্র জীবাণু হল ওরিয়েনসিয়া সুসুগামুসি(আগে রিকেটসিয়া সুসুগামুসি বলা হত) নামের এক ধরনের গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া।এই রোগটি মূলত পতঙ্গ বাহিত।

'স্ক্রাব টাইফাস' এই নামের সৃষ্টি হয়েছে গ্রিক শব্দ typhus থেকে যার অর্থ হল ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট। ট্রম্বিকিউলিড মাইটস বা টিকের (tick) মতো পরজীবী মাকড়ের কামড় থেকে এই এই রোগের জীবানু ছড়ায়। ট্রম্বিকিউলিড মাইটস বা টিকের আকার ০.২ মিলিমিটার থেকে ০.৪ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। 'স্ক্রাব টাইফাস' একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ। প্রধানত 'ওরিয়েনসিয়া সুসুগামুসি' নামের ব্যাক্টেরিয়াই এ রোগের জন্য দায়ি।

এই পতঙ্গের বাস মূলত ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, বনবাদাড়, আগাছায় ভরা জায়গা, ঘাসের ভেতর। সিগারস্ মাইট পতঙ্গটি উড়তে পারে না কিন্তু দুই থেকে আড়াই ফুট মত লাফাতে পারে। এই পোকা দ্বারা আক্রমণের পরে ৬ থেকে ২১ (গড়ে ১০-১২ দিন) দিন অবধি রোগটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তারপর হঠাৎ করেই উপসর্গগুলো দেখা যায়।প্রথমত শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে, প্রচণ্ড পরিমাণে গা হাত পা এবং মাথা যন্ত্রণা, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং লসিকা গ্রন্থির প্রদাহ দেখা যায়।রোগীর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে। সাধারণত প্রথম দিন তীব্র জ্বরের সাথে শরীরে 'এসচার' নামে একটি ক্ষত সৃষ্টি হয়। শরীরের যে স্থানে পতঙ্গ কামড়ায় সেই জায়গাটি

তার আশেপাশের জায়গা থেকে কিছুটা উঁচু হয়ে যায়।যে স্থানটি অনেকটা অ্যাসিডে পোড়া জায়গার মত দেখায়।যার মাঝখানে একটা কালো আস্তরণ পড়ে এবং আশেপাশের জায়গা ফুলে গিয়ে বৃত্তাকারে একটি লাল আস্তরণ দেখা যায়।একেই বলে 'এসচার' (Eschar)।

প্রাথমিক অবস্থায় যদিও ডেঙ্গুর সঙ্গে এই রোগের উপসর্গ গত মিল আছে কিন্তু উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া এই ধরনের ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে দিকে এগিয়ে যায়। ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের বিশেষ ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা কোনোটাই নেই। অণুচক্রিকা এই রোগের ক্ষেত্রেও কমে যায় এবং শরীরে নানারকম ট্রথম্ভদেখে মনে হতে পারে যে ডেঙ্গু জ্বর। কিন্তু ম্যাক এলাইজা রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গুর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত লক্ষণগুলো দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে।এই রোগের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা গুলো হল ইমিউনো ক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, ইমিউনোগ্লোবিউলিন ফর ওরিয়েনসিয়া সুসুগুমাশি।পলিমারেজ চেইন রি-অ্যাক্সন, Rapid ডায়াগনস্টিক রি-এজেন্ট ফর স্ক্রাব টাইফাস ইত্যাদি। এই ব্যাকটেরিয়া মানুষের শরীরে প্রবেশ করে সিগারস্ মাইট এর আক্রমণে (Chiggers mite)। এটি পতঙ্গ জাতীয় একটি প্রাণী। এই রোগটি সংক্রামক নয় অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।এই সিগারস্ মাইট এর লার্ভার ডানা থাকে না।ফলে এরা উড়তেও পারে না। এরা সাধারণত ঘাসের মধ্যে থাকে।ফলে ঘাসের উপর খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করলে এর আক্রমণের স্বীকার হতে হয়। সুতরাং মাটিতে খালি পায়ে হাঁটাচলা না করাই শ্রেয়।বাড়ির আশেপাশের বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় কেটে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বাড়ির চারপাশে খোলা ড্রেন, অপরিষ্কার জায়গায় জমা জল ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে যাতে সেখানে মশা, মাছি কিংবা অন্য কোনো পতঙ্গ না উড়ে বেড়াতে দেখা যায়।

স্ক্রাব টাইফাস রোগীদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের পেশীর প্রদাহ এবং মস্তিষ্কের প্রদাহ সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো এই রোগ সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়। উপরোক্ত উপসর্গগুলো দেখা গেলে সত্বর হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় এবং সময় মতো উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের দ্বারা স্ক্রাব টাইফাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিরাময় যোগ্য।

এছাড়াও স্ক্রাব টাইফাস রোগীদের একটি মারাত্মক জটিলতা হল শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ,ফুসফুসের জটিল সংক্রমণ ইত্যাদি দেখা যায় এবং কিডনির কার্যকারিতা কমে যাওয়া। সাধারণত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে শ্বাসযন্ত্রের কার্যকারিতা অধিক মাত্রায় কমে যেতে দেখা যায়।

ডক্সি-সাইক্লিন নামক অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক মাত্রায় ব্যবহারে স্ক্রাব টাইফাস সেরে ওঠে। এছাড়াও আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সাত দিন অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের পর যদি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে একবার ও জ্বরের প্রকোপ না দেখা দেয় তবে সেক্ষেত্রে রোগী অনেকটাই নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বলে ধরে নেওয়া যায়। স্ক্রাব টাইফাসের জন্য এখনও অবধি কোনো স্বীকৃত ভ্যাকসিন চালু নেই।

বেলিংহ্যামের জোড়া আঘাতে থেমে গেল হালান্ডের নরওয়ে, সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: নরওয়ের বিশ্বকাপ স্বপ্নের ইতি টানল ইংল্যান্ড। কোয়ার্টার ফাইনালে ২-১ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল থমাস টুখেলের দল। ম্যাচের সবচেয়ে বড় নায়ক জুড বেলিংহ্যাম। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে একসময় সতীর্থ ও বন্ধু হলেও মাঠে তিনি আর্লিং হালান্ডকে কোনও রেয়াত করেননি। তাঁর জোড়া গোলই ইংল্যান্ডকে বহু প্রতীক্ষিত সেমিফাইনালের টিকিট এনে দেয়।

তবে ফলাফল নরওয়ের লড়াইয়ের যথার্থ মূল্যায়ন নয়। টুর্নামেন্টজুড়ে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশটি। তাদের উত্থানের পেছনে রয়েছে ঘরোয়া ফুটবলের শক্ত ভিত। দেশের শীর্ষ ক্লাব বোডো/গ্লিমট ইউরোপের মঞ্চে বড় বড় ক্লাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, আর সেই অভিজ্ঞতার ছাপ জাতীয় দলেও স্পষ্ট। দলে এমন অনেক ফুটবলার রয়েছেন, যারা ইংল্যান্ডের বিভিন্ন লিগে খেলার সুবাদে প্রতিপক্ষকে খুব ভালোভাবেই চিনতেন।

অন্যদিকে ইংল্যান্ড নানা সমস্যার মধ্যেই এই ম্যাচে নামে। চোট ও সাসপেনশনের কারণে রক্ষণে ভারসাম্য ছিল না। ডেক্লান রাইস পুরোপুরি ফিট না থাকলেও তাঁকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন টুখেল। মাঝমাঠে ইংল্যান্ড বলের দখল বেশি রাখলেও আক্রমণে কাঙ্ক্ষিত ধার দেখা যাচ্ছিল না। নরওয়ের পাঁচজনের রক্ষণভাগ তাদের বারবার আটকে দেয়। একই সঙ্গে জন স্টোনস ও মার্ক গেহির কড়া নজরদারিতে হালান্ডও নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারেননি।

প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়েই ম্যাচের রং বদলাতে শুরু করে। মার্টিন ওদেগার্ড ও সান্দের বের্গের চমৎকার সমন্বয়ে তৈরি হয় নরওয়ের সেরা আক্রমণ। সেই আক্রমণের শেষ পর্বে আন্দ্রেয়াস শেলডেরুপ বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ে এক অসাধারণ বাঁকানো শট নেন। জর্ডন পিকফোর্ড ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। পোস্টে লেগে জালে জড়িয়ে যায় বল। টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা গোল হিসেবে এই মুহূর্তটি দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। যদিও গোলের আগে হ্যারি কেন ফাউলের শিকার হয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। গোল হজমের পর ইংল্যান্ড আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সেই চাপের মধ্যেই বেলিংহ্যাম তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দেখান। প্রথমে সমতা ফেরান, পরে দ্বিতীয়ার্ধে জয়সূচক গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে যায়;ইংল্যান্ডের দীর্ঘ বিশ্বকাপ অপেক্ষা এখনও বেঁচে আছে, আর নরওয়ের রূপকথার যাত্রা আপাতত শেষ।

তবু নরওয়ে মাথা উঁচু করেই দেশে ফিরতে পারে। তারা প্রমাণ করেছে, শুধু একজন তারকার ওপর নির্ভর না করেও সংগঠিত ফুটবল, সাহস এবং পরিকল্পনার জোরে বিশ্বমঞ্চে বড় দলগুলোর সঙ্গে সমানে টক্কর দেওয়া যায়। ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে পা রাখলেও এই কোয়ার্টার ফাইনাল স্মরণে থাকবে নরওয়ের সাহসী লড়াই এবং বেলিংহ্যামের অনবদ্য পারফরম্যান্সের জন্য।

সুইসরা 'সহজ প্রতিপক্ষ' নয়, আরও উন্নতি প্রয়োজন, স্বীকারোক্তি আর্জেন্টাইন কোচের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ আর মেসি ম্যাজিক নয়, আলভারেজ ম্যাজিকে সুইসদের বধ করল আর্জেন্টিনা। বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল মেসিরা। তবে সেমিফাইনালে গেলেও আর্জেন্টিনাকে নিয়ে বিতর্ক থামার নয়। নকআউট পর্বে ওঠার পর থেকে প্রতিটি ম্যাচেই লিওনেল মেসিদের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কখনও তেমন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হয়নি মেসিদের। সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালও তার ব্যতিক্রম নয়। সুবিধাজনক সূচি, একের পর এক ম্যাচে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। চলতি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার পিছু ছাড়ছে না। যা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় তীব্র কটাক্ষের শিকার হচ্ছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলার ও সমর্থকেরা। তবে বিশ্বকাপের মতো আসরে, বিশেষ করে নকআউট পর্যায়ে কোনও ম্যাচই সহজ নয়, কোনও প্রতিপক্ষই দুর্বল থাকে না। এখানে সব ম্যাচই স্নায়ুর লড়াই

এই ম্যাচেও আর্জেন্টিনা আটকে যাচ্ছিল সুইস রক্ষণ ভাগের কাছে। অতিরিক্ত সময়ে জুলিয়ান আলভারেজ এবং লাওতারো মার্টিনেজ গোল করে সুইস রক্ষণ ভাঙেন। সেই সঙ্গে আলভারেজের কিছু দুর্দান্ত সেভ। ম্যাচ শেষে সে কথা আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি স্বীকার করেও নিলেন। তিনি বলেন, 'তাদের একজন খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখার পর আমরা আরও বেশি আক্রমণে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। এখনও অনেক কিছু উন্নতি করার আছে। সেই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা সব সময়ই ভালো সত্যি বলতে আজ আমাদের বেশ ভুগতে হয়েছে। আমরা জানতাম ওরা শারীরিকভাবে খুবই শক্তিশালি দল। আমাদের কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছিল। যেখান থেকে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না।'